৭৮৬/৯২

পত্রিকা

সুন্নী জাগরণ

প্রথম সংখ্যা ● জানুয়ারী, ২০০৫

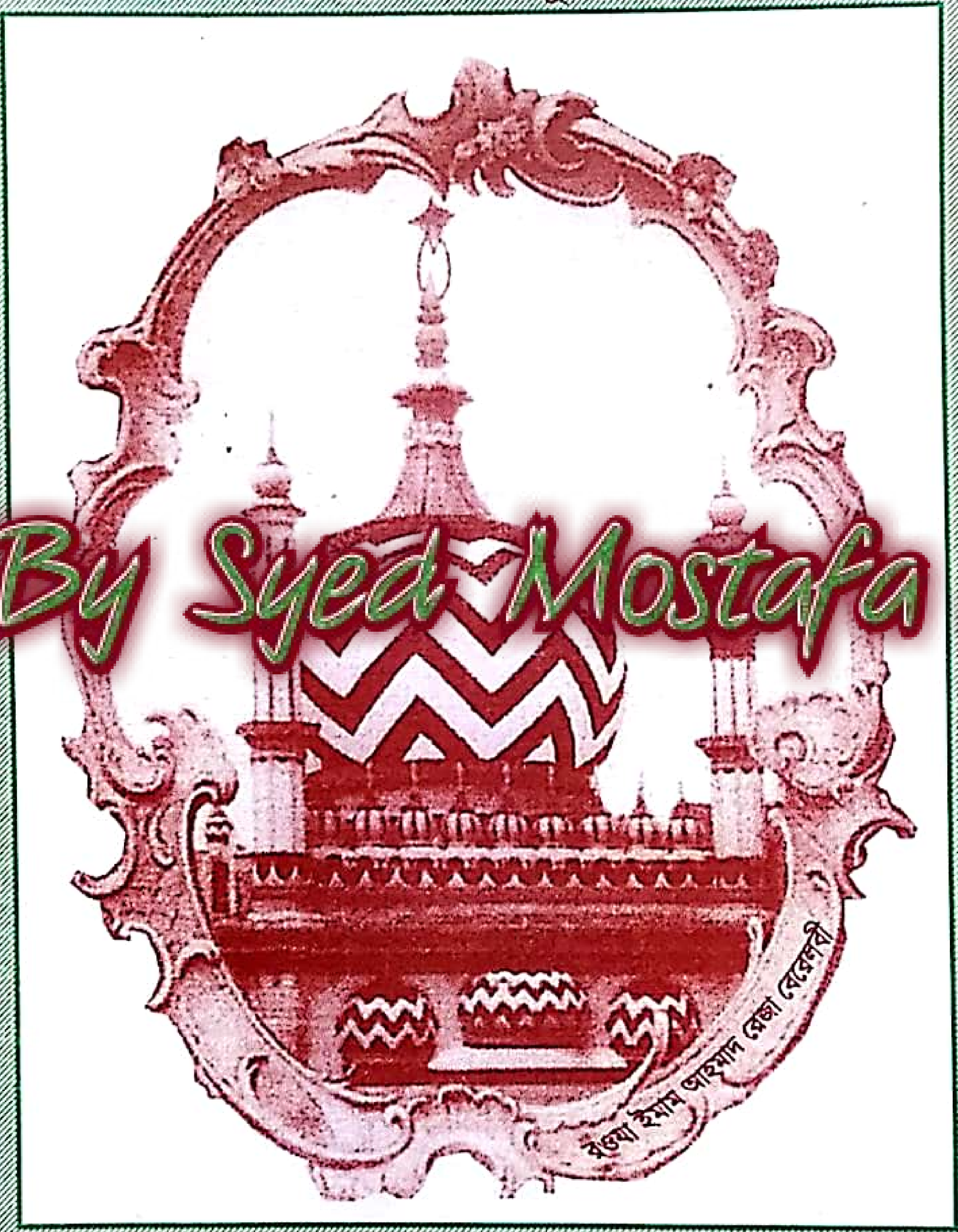

সম্পাদক মুফতী মোহাম্মাদ গোলাম ছামদানী রেজবী
ইসলামপুর কলেজ রোড, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Pdf By Syed Mostafa Sakib

৭৮৬/৯২

পত্রিকা

সুন্নী জাগরণ

প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারী, ২০০৫

সম্পাদক

মুফতী মোহাম্মাদ গোলাম ছামদানী রেজবী

ইসলামপুর ঃ=ঃ কলেজ রোড ঃ=ঃ পানিগোলার সদর গেট ঃ=ঃ মুর্শিদাবাদ

S.T.D.: 03481 Phone : 236012

সম্পাদকের উপদেষ্টাগণ

- ডক্টর শামসুদ্দীন কাদেরী, মালদা
- মুফতী আব্দুল হাকীম, মালদা
- মাওলানা হাশিম রেজা, মুর্শিদাবাদ
- মোহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম, এ্যাডভোকেট কলিকাতা হাইকোর্ট
- মাওলানা ইসলামুদ্দীন নেপালী সাহেব

পত্রিকার সদস্যবৃন্দ

- মাওলানা আব্দুল লতীফ সাহেব
- কারী সায়ফুদ্দীন সাহেব
- মাওলানা কারীরুদ্দীন
- মাওলানা মোমতাজুদ্দীন
- মাওলানা মুজাহিদুল কাদেরী
- মুফতী আশরাফ রেজা নাঈমী
- মাওলানা আব্দুল মাতিন সাহেব কিবলা
- মাওলানা নিয়াজ আহমাদ কাদেরী
- মাষ্টার শফীকুল ইসলাম
- মাষ্টার শামসুল হুদা
- মাওলানা মুঈদুল ইসলাম রেজবী
- কারী ইস্তাদীল রেজবী
- ডাক্তার আব্দুস সালাম
- মাওলানা নূরুল হুদা নূর
- মাওলানা জুল ফিকার
- মাওলানা ময়জুদ্দীন রেজবী

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়..............................১
এই সেই মিষ্টার মাওদুদী.............৪
ফতওয়া বিভাগ.........................৫
সেই মহানায়ক কে..................৭
নয়া ঐতিহাসিকের নতুন ইতিহাস....৮
দরূদে রেজবীয়া-এর ফজীলত.....১৫
এ এক নতুন ফিৎনা.................১৬
শারয়ী কাউন্সিল অফ্ ইণ্ডিয়া......১৭
কোরআনের আলোকে নামাজ......২২
ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব.............২৩
বিজ্ঞান ইসলাম ও হোমিও প্যাথি...২৪
কোরআনের গাইবী মোজেযা......২৫
ডক্টর ওসমান গণীর গোমরাহী....২৬
কুরবানী সম্পর্কে কতিপয় মসলা..৩০

অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণে ঃ
মজুমদার প্রিন্টার্স
জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
মোবাইল ঃ ৯৪৩৪৩৩৭১৪৭

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বীনের দুশমনদের থেকে সাবধান !

শাজারায় কুফর

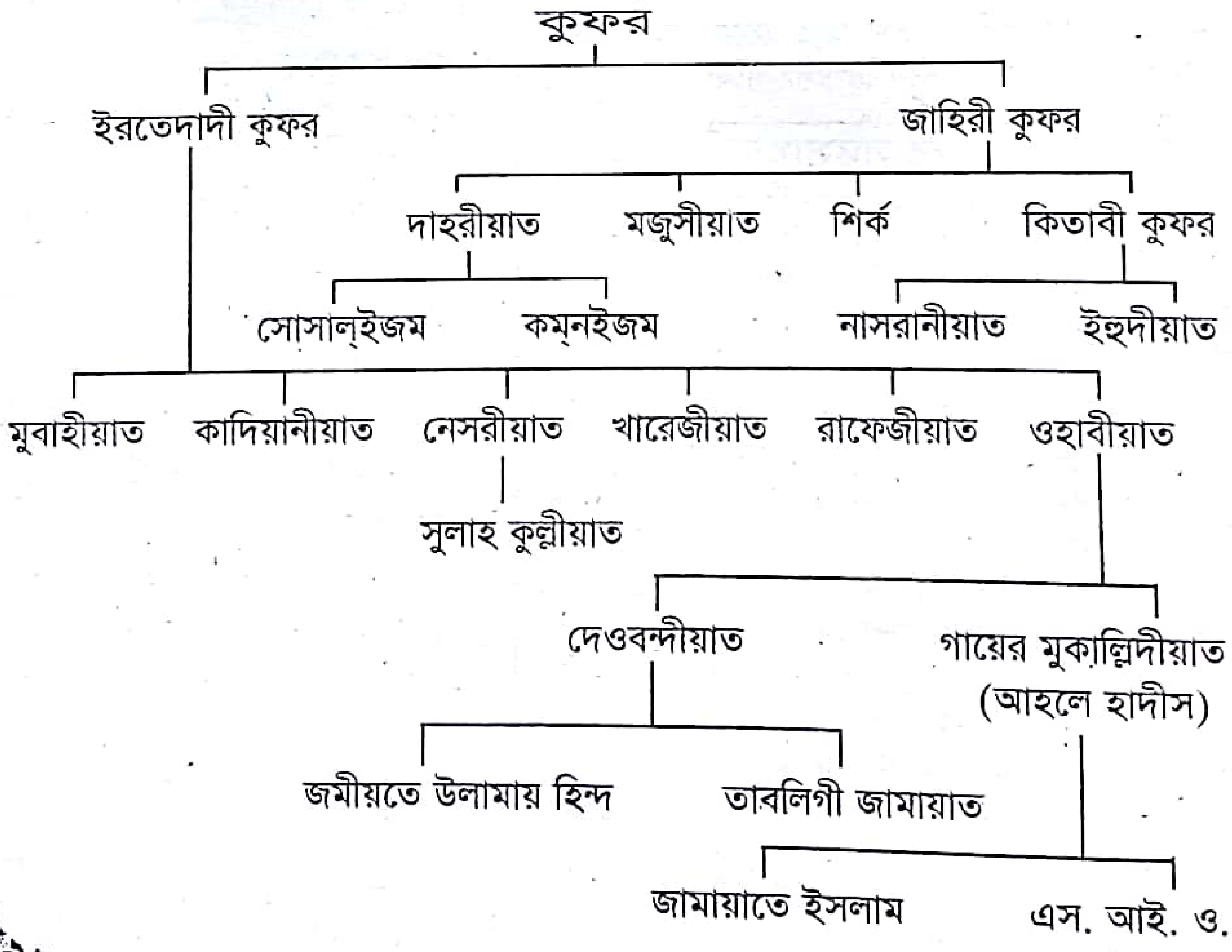

pdf By Syed Mostafa Sakib

সম্পাদকীয়

আপনার পথের কাঁটা কারা ?

ইহাতে আমার আদৌ সন্দেহ নাই যে, আপনি একজন হানীফী মাযহাব অবলম্বী সুন্নী মুসলমান। ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহির মাযহাবের উপর থাকিয়া ইসলামী জীবন যাপন করাই হইল আপনার মূখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু আপনি কী জানেন যে, আপনার পথের কাঁটা কারা ? এই জন্য আপনাকে অনুরোধ করিতেছি যে, আমার প্রদান করা তলোয়ারের নীচে নক্শাটি একবার নয়, একাধিক বার পাঠ করুন। যাহাদের নাম নক্শায় রহিয়াছে তাহারা প্রত্যেকেই আপনার পথের কাঁটা ।

সোসাল্ইজম, কমন্ইজম, ইহুদী, ঈসায়ী ও মজুসী ইত্যাদি সম্প্রদায় সম্পর্কে কিছু বুঝাইবার প্রয়োজন বোধ করিতেছি না। কারণ, কে না জানে, এই সম্প্রদায়গুলি ইসলামের মহাশত্রু। ইহারা ইসলাম শব্দটুকু শুনিতে প্রস্তুত নয়। কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের সহিত ইসলামের দুরের সম্পর্কও নাই। কিন্তু আদম শুমারীতে ইহারা মুসলামান বলিয়া গণ্য।

ওহাবী-গায়ের মুকাল্লিদ তথাকথিত আহলে হাদীস ও জামায়াতে ইসলামীরা হানাফী মাযহাবের বিরোধীতা করিয়া থাকে। দেওবন্দী, তাবলিগী জামায়াত ও জমীয়তে উলামায় হিন্দ; ইহারা নিজদিগকে হানিফী বলিয়া দাবী করিলেও আসলে ওহাবী। মোট কথা ইহারা সবাই আপনার মাযহাবের মহাশত্রু। অথচ আপনি সবার সহিত সুসম্পর্ক রাখিয়া চলিতেছেন। যদি আপনি জানিতেন যে, আপনার সম্পর্কে ইহাদের ধারণা কি ! তাহা হইলে নিশ্চয় আপনি ইহাদের সহিত কোন প্রকার ইসলামী সম্পর্ক রাখিতেন না।

ওহাবী গায়ের মুকাল্লিদ তথা কথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায় আপনাকে মাযহাব মানিবার কারনে মুশরেক বলিয়া থাকে। আমি একথা চ্যালেঞ্জ করিয়া বলিতেছি। আপনিও আমার কথার সত্যতা যাঁচাই করিবার জন্য তাহাদের চ্যালেঞ্জ করিয়া বলুন। ইন্শাআল্লাহ, আমার কথার সত্যতা দ্বিপ্রহরের সূর্যের ন্যায় পরিস্কার পাইবেন। যথা, 'ফিক্হে মুহাম্মাদী' কিতাবের প্রথম খণ্ডে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রথম কলমে বলা হইয়াছে–মাযহাব মানা শির্ক। এই উক্তি অনুযায়ী নিশ্চয় আপনি মুশরেক হইতেছেন। অনুরূপ দেওবন্দী ও তাবলিগী জামায়াতের বক্তব্য হইল যে, মীলাদ, কিয়াম, উরূস ও ফাতিহা ইত্যাদি করা শির্ক, বিদয়াত ও হারাম । যথা, ফাতাওয়ায় রশিদীয়া, বেহেশ্তী জেওর ও শরীয়ত ইয়া জাহালাত ইত্যাদি কিতাবগুলি দেখিলে আমার কথার সত্যতা প্রমাণ হইবে। এইবার আপনি বলুন, আপনার স্থান কোথায় ? হাদীসপাকে বেদয়াতীর স্থান জাহান্নাম বলা হইয়াছে। এখানে কেবল দৃষ্টান্ত সরূপ দুই একটি কথা বলিলাম। অন্যথায় দফতরের প্রয়োজন ।

এখন আপনার ভূমিকা কী ? যাহারা আপনাকে মুশরেক বলিয়া থাকে, যাহাদের কথায় আপনি জাহান্নামী হইতেছেন, তাহাদের সহিত সুসম্পর্ক রাখা, তাহাদের সহিত বৈবাহিক বন্ধন কায়েম করা ও তাহাদের পশ্চাতে নামাজ পড়া কি জায়েজ হইবে? জানিনা আপনার জাগ্রত বিবেক কি বলিবে ! তবে আমি আপনাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলইহি অ সাল্লামের সেই হাদীসটি স্মরণ করিয়া দিতে ভুলিব না। হুজুর পাক বদ্ -মাযহাবদের সম্পর্কে সরাসরি ঘোষণা করিয়াছেন–

"যদি তাহারা অসুস্থ্য হয়, তাহাদের দেখিতে যাইবে না, যদি মরিয়া যায়, তাহাদের জানাজায় শরীক হইবে না, যদি তাহাদের সহিত সাক্ষাত হয়, তাহাদের সালাম দিবেনা এবং তাহাদের নিকট বসিবেনা,

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাহাদের সহিত পানাহার করিবে না, তাহাদের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক কায়েম করিবেনা, তাহাদের জানাজার নামাজ পড়িবেনা এবং তাহাদের সহিত নামাজ পড়িবেনা।" (মুসলিম শরীফ)

তবে আমি আপনার মধ্যে একটি দূর্বলতা দেখিতে পাইতেছি যে, না আপনি ইমাম আবু হানীফাকে চেনেন, না তাহার মাযহাব সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। এই জন্য আপনার নিকট মাযহাবের গুরুত্ব নাই এবং আপনি দিনের পর দিন বাতিল ফিরকার কাছে কোন ঠাশা হইয়া পড়িতেছেন। মাস্টার, ডাক্তার ও স্কুল, কালেজের ছাত্রদের কাছে হার মানিতেছেন। তাহারা বোখারীর বঙ্গানুবাদ দেখাইয়া আপনার নামাজের নিয়ম ও আপনার বহু মাযহাবী জিনিষকে ভুল প্রমাণ করিতেছে।

ইমাম আবু হানীফা রহমা তুল্লাহি আলাইহি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের মাত্র ষাট সত্তর বৎসর পর সত্তর অথবা আশি হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। তাঁহার যুগে প্রায় বিশ তিরিশ জন সাহাবা হায়াতে ছিলেন। তিনি সরাসরি কয়েকজন সাহাবার নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি চার হাজার হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি পাঁচ লক্ষ হাদীসের হাফেজ ছিলেন। বার লক্ষ নব্বই হাজারের বেশী মসলা বলিয়াছেন। তিনি তাবেঈনদের পূর্ণ যুগ পাইয়া ছিলেন। এই জন্য হাদীস সংগ্রহ করিবার সুবর্ণ সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাঁহার ইন্তেকাল হইয়াছিল দেড়শত হিজরীতে। ইহার কয়েক যুগ পর একশত চুরানব্বই অথবা দুই শত চার হিজরীতে ইমাম বোখারীর জন্ম হইয়াছিল। এই জন্য তাঁহার উপর ইমাম আবু হানীফার বহু অবদান ছিল। ইমাম বেখারীর বড় বড় উস্তাদ অথবা উস্তাদের উস্তাদগণের অধিকাংশই ছিলেন ইমাম আবু হানীফার শাগরিদ অথবা শাগরিদের শাগরিদ।

ইমাম আবু হানীফার বর্ণিত চার হাজার হাদীসের অধিকাংশই সোলাসী। অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা ও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম পর্যন্ত মাঝখানে কেবল তিনজন বর্ণনাকারী। সনদের দিক দিয়া এই সোলাসী হাদীসের গুরুত্ব খুব বেশী। ইমাম বোখারীর বোখারী শরীফে মোট সাত দই শত হাজার পঁচাত্তরটি হাদীস রহিয়াছে। একই হাদীস একাধিক স্থানে আসিয়াছে ; এই প্রকার হাদীসগুলি বাদ দিলে মোট হাদীসের সংখ্যা হইবে চার হাজারের মত । (বোখারীর ইহার মধ্যে সোলাসী হাদীসের সংখ্যা মাত্র বাইশ। একই হাদীস একাধিক স্থানে আসিয়াছে : এই প্রকার হাদীস বাদ দিলে সোলাসী হাদীসের সংখ্যা হইবে মাত্র ষোল। প্রকাশ থাকে যে, ইমাম বোখারীর এই গুরুত্ব পূর্ণ বাইশটি হাদীসের মধ্যে কুড়িটি হাদীস ইমাম বোখারী তাঁহার হানিফী উস্তাদদিগের নিকট থেকে সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় নিশ্চয় কাহার বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে, হানাফী মাযহাবের বুনিয়াদ 'কত মজবুত ও সুদৃঢ়'।

সমুদ্র থেকে মুক্তা সঞ্চয় করা সহজ নয়। জওহরীর দোকান থেকে মুক্তা ক্রয় করা সহজ। বোখারী শরীফ থেকে নামাজ শিক্ষা করিতে যাইবার অর্থ হইল সমুদ্র থেকে মুক্তা তুলিতে যাওয়া। আল্‌হামদু লিল্লাহ! আমাদের জন্য ইমাম আবু হানীফা রহমা তুল্লাহি আলাইহি ফিকহের কিতাবগুলিতে মসলা মুক্তার মার্কেট লাগাইয়া দিয়াছেন। এই মার্কেট থেকে উলামায় কিরামগণ সাধারণ মানুষকে মসলা সরবরাহ করিতেছেন। আপনি বোখারীর বঙ্গানুবাদে বিভ্রান্ত না হইয়া সুন্নী উলামাদিগের সহিত সুসম্পর্ক কায়েম করুন। আপনার জীবনের অমূল্য সময়ের একাংশ ব্যয় করিয়া আপনার মাযহাব সম্পর্কে জ্ঞাত হইবার চেষ্টা করুন। সুন্নী উলামাদের লেখা পুস্তকাদী ও পত্র পত্রিকা ব্যাপকভাবে পড়ুন এবং আপনার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের হাতে উঠাইয়া দিন। অন্যথায় না আপনি বাঁচিবেন, না আপনার সমাজ বাঁচিবে। আপনি কি লক্ষ্য করিতেছেন না ! আপনার গ্রামে ও আপনার পার্শ্ববর্তী গ্রামের বহু তরুণ যুবক স্কুল, কলেজ থেকে খৃষ্টান ও কাদিয়ানীদের শিকার হইয়া যাইতেছে। পশ্চিম বাংলায় বহু গ্রাম কাদিয়ানী ও খৃষ্টানদের দখলে চলিয়া গিয়াছে। ইহার একমাত্র কারন

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমাদের সামাজিক অবহেলা। এই সমাজের মধ্যে আমি একজন এবং আপনিও একজন। যথা সময়ে শিশু মনে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলি প্রয়োগ করিতে না পারিবার কারণে কাদিয়ানী ও খৃষ্টানেরা সুযোগ নিয়াছে। অনুরূপ ওহাবী, দেওবন্দী, জামায়াতে ইসলামী ও তাবলিগী জামায়াত হানিফীদিগকে গোমরাহ করিতেছে। ইহার একমাত্র কারণে। হইল যে, মানুষ মাযহাব সম্পর্কে সচেতন নয়। এই মুহূর্তে আমাদের চরম দায়িত্ব পালন করিয়া চলিতে হইবে। অন্যথায় না আমরা বাঁচিব, না আমাদের পরবর্ত্তী আওলাদেরা বাঁচিবে।

(১) আপনার শিশুকে স্কুলে পাঠাইবার পূর্বে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলি জানাইয়া দিন। কুরয়ান শরীফ পড়া শিক্ষা দিন। প্রয়োজন মত সূরা মুখস্ত করাইয়া নামাজের নিয়ম কানুন শিক্ষাদিন। সেই সঙ্গে সঙ্গে কাদিয়ানী, ওহাবী, দেওবন্দী, জামায়াতে ইসলামী ও তাবলিগী জামায়াত ইত্যাদি বাতিল ফিরকাগুলির ভ্রান্ত মতবাদ সম্পর্কে জানাইয়া দিন। এ বিষয়ে যদি আপনি অবগত না থাকেন, তাহা হইলে সুন্নী উলামাদের সহিত যোগাযোগ করিয়া নিজে জ্ঞাত হইয়া যান।

(২) আহলে সুন্নাতের সমস্ত মসলা ব্যাপকভাবে চালু করিয়া দিতে হইবে, তাহা হইলে বাতিল ফিরকা সহজে সমাজের উপর প্রভাব ফেলিতে পারিবে না। যথা-আজানে হুজুর পাকের পবিত্র নাম শুনিয়া বৃদ্ধ আঙ্গুলে চুম্বন দিয়া চোখে বুলানো, আজানের পরে ও জামায়াতের পূর্বে সলাত পাঠ করা, তাকবীরের সময় বসিয়া থাকা এবং হাইয়া আলাস্ স্লাহ বলিবার সময় ওঠা, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে সালাম ফিবাইবার পর ডান অথবা বাম দিকে ইমামের ঘুরিয়া বসা, আজান মসজিদের বাহিরে দেওয়া ও খুৎবার আজান মসজিদের বাহিরে দেওয়া, ফজর ও জুমার নামাজের পর কিয়াম করা, দাফরের পর কবরের নিকট আজান দেওয়া এবং কবর তালকীন করা ইত্যাদি। এই মসলাগুলি সবই নির্ভর যোগ্য কিতাব থেকে প্রমানিত । এই মসলাগুলির দলীল জানিবার জন্য 'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ, সলাতে মুস্তফা বা সুন্নী নামাজ শিক্ষা, সলাতে মুস্তফা বা সহী নামাজ শিক্ষা ইত্যাদি কিতাবগুলি পাঠ করুন।

৩) প্রতিটি মসজিদে বাংলায় কুরয়ান পাকের সংক্ষিপ্ত তাফসীর সহ অনুবাদ 'কাঞ্জুল ঈমান' রাখিতে হইবে। 'কাঞ্জুল ঈমান' এর লেখক ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী আলাইহির রহমাহ। পাক ভারত উপমহাদেশে 'কান্যুল ঈমানই একমাত্র নির্ভরযোগ্য অনুবাদ। 'ফায়জানে সুন্নাত' নামক কিতার খানাও রাখিতে হইবে। সকাল সন্ধ্যায় সুযোগমত যে কোন সময় ইমাম সাহেব কিতাব খানা পাঠ করিয়া শোনাইতে থাকিবেন।

৪) আমার মুহতারম আলেমগণকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন সপ্তাহে একদিন নিজ নিজ এলাকায় কোন মসজিদে অথবা কোন নির্দিষ্ট স্থানে কিতাবী তা'লীমের ব্যবস্থা করেন। এলাকায় প্রচার করিয়া দিবেন যে, অমুক জায়গায় অমুক সময় কিতাবী তা'লীমের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আপনারা আল্লাহর অয়াস্তে উপস্থিত হইয়া যান। এই মজলিসে 'ফায়জানে সুন্নাত' অবশ্যই পাঠ করিয়া শোনাইবেন। মানুষকে মসলা মাসায়েল জানিবার সুযোগ দিবেন। শেষে কিয়াম ও সালামে সভা সমাপ্ত করিবেন। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে দ্বীনের খিদমাত করিবার তৌফীক দান করেন। আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।

------------)০(----------

pdf By Syed Mostafa Sakib

এই সেই মিষ্টার মাওদুদী

এই সেই মিষ্টার মাওদুদী সাহেব। যাহার কলমে ইসলামের মহাশত্রু ইহুদী ও ঈসায়ীদের হাত মজবুত হইয়াছে, যাহার কলমে ইরানের শীয়া সম্প্রদায় ও ভারতের ওহাবী তথা কথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায় সব চাইতে বেশী উপকৃত হইয়াছে, যাহার কলমে হানাফী ঘরের হাজার হাজার সন্তান-ডাক্তার, মাষ্টার ও স্কুল কলেজের ছাত্র গোমরাহ হইয়াছেন, যাহার কলমে কলংকিত হইয়াছে পীর থেকে আরম্ভ করিয়া পয়গম্বরদিগের পবিত্র সত্ত্বা। মিষ্টার মাওদুদী না কোন মাযহাবের মানুষ ছিলেন, না কোন তরীকার মানুষ। বরং তিনি ইসলামের বাস্তব রূপ-চারটি মাযহাবকে শির্ক ও কুফরের পর্য্যায় ফেলিয়া দিয়াছেন এবং তরীকাত ও মারেফাতের মুল মন্ত্রকে আফীনের সহিত তুলনা করিয়াছেন। তিনি ইসলামকে এক আধুনিক ইসলাম বানাইতে চাহিয়াছিলেন। এই কারনে তাহার দ্বারায় দ্বীনের নামে বেদ্বীনি প্রচার হইয়া-গিয়াছে। মাওদুদী সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা যাহাই থাকুক না কেন! তিনি কিন্তু না কোন আলেম ছিলেন, না কোন দিন কোন আলেমে হাক্কানীর সঙ্গলাভে শরীয়ত সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করিয়াছেন। ইসলামের মহাশত্রুদের সঙ্গলাভে শরীয়তকে শেষ করিবার মত সম্বল তাহার কাছে ছিল যথেষ্ট। তিনি যথা সময়ে সেগুলি প্রয়োগ করতঃ মুসলিম সমাজকে এক বিরাট ফিৎনার মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছেন। বর্তমান সংখ্যায় মাওদুদী সাহেবকে ফটোসহ দেখাইয়া দেওয়া হইল। এখন সেই সমস্ত মাষ্টার, ডাক্তার, স্কুল ও কলেজের ছাত্র এবং ইহাদের প্ররচনায় যে সমস্ত সাধারণ মানুষ পথ ভ্রষ্ট হইয়াছেন : যদি তাহারা মাওদুদীর ছবির দিকে তাকাইয়া একবার শান্ত মস্তিস্কে গভীরভাবে ভাবিয়া দেখেন যে, আমরা কাহার পথের পথিক ! তবে আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সুমতি দান করিবেন। কারন, মাওদুদীর মধ্যে না কোন শরীয়তের আলেমানা রূপ রহিয়াছে, না মা'রেফাতের মুর্শিদানা আকৃতি। এমনকি একজন মা'মুলী মুত্তাকী মুসলমান বলিয়া মনে হইতেছে না। এই সাহেবী ফ্যাশনের মর্ডান মুসলমান মাওদুদী সাহেব সত্যিই কি শরীয়তকে সমাজে বাস্তবায়িত করিতে চাহিয়াছিলেন, না নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করিবার জন্য ইসলামকে সর্বনাশের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছেন? মুসলিম সমাজের দিকে তাকাইলে দেখা যাইতেছে-মাওদুদীবাদী মাষ্টার, ডাক্তার ও স্কুল কলেজের ছাত্ররা কুরয়ান ও হাদীসের বিকৃত ব্যাখ্যা করতঃ মুসলিম সমাজকে এক নতুন ফ্যাশনে সাজাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহাদের নজরে আলেম উলামাদের ইজ্জত খুবই কম হইয়া গিয়াছে। নিজদিগকে ইসলামের বড় বড় পণ্ডিত ধারণা করিতেছেন। এই নির্বোধদের মধ্যে এতটুকু বোধ নাই যে, বাজার থেকে দুই একটি ডাক্তারী বই পুস্তক সংগ্রহ করিয়া যেমন-ডাক্তার হওয়া যায় না। তেমন বাংলায় অনুবাদ কুরয়ান, হাদীসের দুই একখানি কিতাব পাঠ করিয়া মৌলবী হওয়া যায় না। কিন্তু ডাক্তার ও মাষ্টার মৌলবী, মুফতী, মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরের মসনদ দখল করিয়া মৌলবীর মত ওয়াজ করিতে, মুফতীর মত ফাতওয়া দিতে, মুহাদ্দিসের মত হাদীস বর্ণনা করিতে ও মুফাস্সিরের মত কুরয়ানের তাফসীর করিবার কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহাদের সাহস বলিহারী ! আগামী সংখ্যা থেকে মিষ্টার মাওদুদী সাহেবের গোমরাহী ও তাহার গোমরাহ কলমের কারামতীগুলি ধারবাহিক চলিবে ইনশা আল্লাহুল আজীজ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফতওয়া বিভাগ

প্রশ্ন ঃ আজকাল অধিকাংশ স্থানে দাফনের পর আজান দিতে দেখা যাইতেছে। ওহাবী দেওবন্দী, জামায়াতে ইসলামী, তাবলিগী জামায়াত ও লামাযহাবী-তথা কথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের আলেমরা ইহার ঘোর বিরোধীতা করিতেছেন। ফলে কিছু কিছু স্থানে এই আজানকে কেন্দ্র করিয়া ফাসাদ সৃষ্টি হইতেছে। এখন আমরা জানিতে চাহিতেছি যে, আহলে সুন্নাতের কোন্ কোন্ কিতাবে মুর্দাকে দাফন করিবার পর আজান দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে ?

উত্তর ঃ সুন্নী মুসলমান ! খুব সাবধান ! প্রশ্নের মধ্যে যে সমস্ত জামায়াতের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে তাহারা প্রত্যেকেই আপনার দ্বীনের দুশমন। তাহাদের কথায় কর্ণপাত করা সুন্নী মুসলমানের কাজ নয়। তাহারা কেবল দাফনের পর আজানের বিরোধীতা করে না, বরং মীলাদ, কিয়াম, উরূস,- ফাতিহা, কবর যিয়ারত, শবে বরাতের হালুয়া, মুহার্রমের খিচুড়ী ইত্যাদি শত মসলায় সুন্নীদের বিরোধীতা করিয়া থাকে। আপনার এলাকায় যদি এই মসলাটি নতুন বলিয়া মনে হয়, তবে কোন নির্ভরযোগ্য সুন্নী আলেমের নিকট থেকে যাঁচাই করিয়া নিবেন। এতদিন ছিলনা বলিয়া এখন মানিয়া নেওয়া যাইবে না বলাই এক বোকামী ও ফিৎনা। উলামায় আহলে সুন্নাতের কথামত চলা সাধারণ মানুষের জন্য জরুরী। দাফনের পর কবরের নিকট আজান সম্পর্কে আমার লেখা 'দাফনের পুর্বাপর' নামক বইতে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এখানে কেবল উলামায় আহলে সুন্নাতের সেই সমস্ত কিতাবের নাম উল্লেখ করা হইতেছে যাহাতে দাফনের পর আজান দেওয়া জায়েজ - মুস্তাহাব বলিয়া প্রেরণা দেওয়া হইয়াছে। যথা-(১) রদ্দুল মুহতার ২য় খণ্ড ২৩৫ পৃঃ (২) সাহীহুল বিহারী ৯১৩ পৃষ্ঠা (৩) নুজহাতুল কারী শরহে বোখারী ৩য় খঃ ১০৩ পৃষ্ঠা (৪) মিরাতুল মানাজীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ খঃ ১পৃষ্ঠা ৪০০, খঃ ২ পৃষ্ঠা ৪৯৭ (৫) ফাতাওয়ায় রেজবীয়া খঃ ২ পৃষ্ঠা ৪৬৪ (৬) বাহারে শরীয়ত খঃ ৩ পৃষ্ঠা ৩১ (৭) নিজামে শরীয়ত ৭৪ পৃষ্ঠা (৮) জান্নাতী জেওর ২৭৫ পৃষ্ঠা (৯) আনওয়ারুল হাদীস ২৩৮ পৃষ্ঠা (১০) ইসলামী জিন্দেগী ১১৪ পৃষ্ঠা (১১) আনওয়ারে শরীয়ত ৩৯ পৃষ্ঠা (১২) জায়াল হক ১ম খঃ ৩৭১ পৃষ্ঠা (১৩) ফাতাওয়ায় ফায়জুর রসুল খঃ ১ পৃষ্ঠা ৪৫৫ (১৪) ইমাম আহমাদ রেজার অসায়া শরীফ ১০ পৃষ্ঠা (১৫) ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহি এই আজান সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক প্রনয়ণ করিয়াছেন, যাহাতে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। পুস্তকটির নাম ইজানুল আজর ফী আজানিল কবর । (১৬) ফাতাওয়ায় মারকাযে তারবীয়াতে ইফতা ৫৪ পৃষ্ঠা (১৭) ফাতাওয়ায় ফকীহে মিল্লাত খঃ ১ পৃষ্ঠা ৯০ (১৮) ফাতাওয়ায় আমজাদীয়া ১ খঃ ৩২৮ পৃষ্ঠা।

প্রশ্ন ঃ (২) আমাদের দেশে এতদিন পর্যন্ত মুর্দাকে কবরে চিত করিয়া শোয়াইয়া কেবল মাত্র মুখ খানা কিবলার দিকে করিয়া দেওয়া হইত। কিন্তু বর্তমানে বহু স্থানে সম্পূর্ণ দেহকে কাইত করিয়া শোয়ানো হইতেছে। যাহার কারনে মানুষের মধ্যে বিরাট বিভ্রান্তি দেখা দিয়াছে। এ বিষয়ে উদ্ধৃতির আলোকে আলোচনা করিয়া-দিন।

উত্তর ঃ বহু মসলায় মতভেদ রহিয়াছে। কিন্তু কবরে কাইত করিয়া শোয়ানোর ব্যাপারে কোন প্রকারের মতভেদ নাই। এই মসলাতে দেওবন্দী ও বেরেলবী সবাই একমত।

কবরে মুর্দাকে কাইত করিয়া শোয়ানো সর্ব সম্মতিক্রমে সুন্নাত। কারন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র দেহকে কবর শরীফে কাইত করিয়া রাখা হইয়াছে। (ফতহুল ক্বাদীর ৩ খঃ

pdf By Syed Mostafa Sakib

৯৫ পৃষ্ঠা, ফাতাওয়ায় রেজবীয়া ৪ খঃ পৃষ্ঠা, খুতবাতে মুহার্রম ৫৪ পৃষ্ঠা, আনওয়ারুল হাদীস ২৩৭ পৃষ্ঠা, ফাতাওয়ায় রশীদীয়া ২৩০ পৃষ্ঠা) স্বয়ং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম জনৈক ব্যক্তির দাফনের সময় হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহুকে কাইত করিয়া শোয়াইতে আদেশ করিয়াছিলেন। (আল মোতাসারুজ জরুরী ৫৪ পৃষ্ঠা, আনওয়ারুল হাদীস ২৩৭ পৃষ্ঠা, ফাতাওয়ায় রশীদীয়া ২৩০ পৃষ্ঠা)

হানাফী মাযহাবের সমস্ত কিতাবগুলিতে কাইত করিবার কথা বলা হইয়াছে। যথা কাজীখান ১ম খঃ ৯৩ পৃষ্ঠা, আলামগিরী ১ খঃ ১৫৫ পৃষ্ঠা, রদ্দুল মুহতারের সহিত দুর্বে মুখতার ২য় ২৩৬ পৃষ্ঠা, বাহরুর্রায়েক ২খঃ ১৯৫ পৃষ্ঠা, কাঞ্জুদ্দাকায়েক ৫৩ পৃষ্ঠা-টীকা নং-৭, বাদায়ে উস্ সানায়ে ১খঃ ৩১৯ পৃষ্ঠা, নূরুল ইজাহ মুতার্জাম ২২৩ পৃষ্ঠা, হিদাইয়া ১খঃ ১৫৮ পৃষ্ঠা, শরহে অকাইয়াহ ১খঃ ২১০ পৃষ্ঠা-টীকা নং-৩, শামী ২খঃ ১৩৬ পৃষ্ঠা। প্রকাশ থাকে যে, চার মাযহাবের ইমামগণ এই মসলাতে একমত! যথা-শাফয়ী মাযহাবের অন্যতম কিতাব 'মিন হাজুত্ তালেবীন ২৮ পৃষ্ঠায় কাইত করিয়া রাখিতে বলা হইয়াছে।

দেওবন্দী আলেমগণ কবরে কাইত করিয়া শোয়াইবার কথা বলিয়াছেন। যথা-রশীদ আহমাদ গাংগুহী সাহেব 'ফাতাওয়ায় রশীদীয়ায়' ২২৯ পৃষ্ঠা হইতে ২৩২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রায় চল্লিশখানা কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়া মুর্দাকে কবরে কাইত করিয়া রাখা সুন্নাত প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। আশরাফ আলী থানুবী সাহেব 'বেহেশ্‌তী গাওহার' কিতাবে ৮৯ পৃষ্ঠায় ও 'আগলাতুল আওয়াম' কিতাবে ৭৬ পৃষ্ঠায় কাইত করিবার কথা বলিয়াছেন। মাওলানা মুখতার আলী সাহেব 'আশরাফুল ইজাহ' কিতাবে ২১৩ পৃষ্ঠায় কাইত করিবার কথা বলিয়াছেন। অনুরূপ 'ফাতাওয়ায় দারুল উলুম দেওবন্দ' ২ খঃ ৩৪৩ পৃষ্ঠায় কাইত করিতে বলা হইয়াছে। আহলে সুন্নাত বেরেলবীদিগের যে সমস্ত কিতাবে কাইত করিবার কথা বলা হইয়াছে। যথা-ফাতাওয়া রেজবীয়া ৪খঃ পৃষ্ঠা, আলমালফুজ ৪ খঃ ৭৫ পৃষ্ঠা, বাহারে শরীয়ত ৪খঃ ১৩০ পৃষ্ঠা নিজামে শরীয়ত ৩৪৭ পৃষ্ঠা, কানুনে শরয়ত ১খঃ ১২৯ পৃষ্ঠা, ইমাম আহমাদ রেজার অসায়া শরীফ ৯ পৃষ্ঠা।

কয়েক খানা বাংলা পুস্তকে কাইত করিয়া শোয়াইবার কথা বলা হইয়াছে। যথা-দাফন কাফনের বিস্তারিত মাসায়েল ২০ পৃষ্ঠা-লেখক মাওলানা রুহুল আমীন সাহেব, মসলা ভাণ্ডার ৫খঃ-লেখক ময়জুদ্দীন হামিদী, ফাতাওয়ায় সিদ্দিকীয়া ১খঃ ২০০ পৃষ্ঠা-লেখক সায়ফুদ্দীন সিদ্দিকী, মকছোদোল মোমেনিন ১৬৯ পৃষ্ঠা, সাপ্তাহিক মোজাদ্দেদ ২ পৃষ্ঠা, ৭ই জুন সংখ্যা, ১৯৯০ সাল। মোট কথা, মুর্দাকে কবরে কাইত করিয়া শোয়ানোর ব্যাপারে কাহার কোন মতভেদ নাই। তবুও কিছু নির্বোধ দেওবন্দী ও ফুরফুরা পন্থী মানুষ ইহার বিরোধীতা করিয়া থাকে। এই মুর্দা সুন্নাতকে জিন্দা করিলে একশত শহীদের সওয়াব পাওয়া যাইবে। এতদিন বাপদাদার কালে ছিল না, এখন হাদীস শরীফে থাকিলেও মানিবনা ইত্যাদি শয়তানী কথা বলিয়া সমাজে ফিৎনা না করিয়া আল্লাহর অয়াস্তে আল্লাহর রসুলের সুন্নাতকে মানিয়া নেওয়াই ঈমানদারের কাজ।

প্রশ্ন (৩) যাকাত, উশুর ও ফিতরা ইত্যাদির পয়সা মাদ্রাসায় দেওয়া জায়েজ কি না? অনুরূপ কোন স্কুল কলেজে অথবা সেবা মদন, মাতৃসদন ইত্যাদি বিনা পয়সার চিকিৎসালয়ে দেওয়া জায়েজ হইবে কি না?

উত্তর ঃ আহলে সুন্নাত অল জামায়াতের দ্বীনী মাদ্রাসা মাকতাবে দান করা জায়েজ, বরং সব চাইতে বেশী সওয়াবের কাজ। অবশ্য এই পয়সাগুলি শরীয়ত সাপেক্ষ হিলা করতঃ নিতে হইবে। কোন চিকিৎসালয়ে অথবা কোন স্কুল কলেজে, চাই সরকারী হউক অথবা বেসরকারী দেওয়া জায়েজ হইবে না। যদি দেওয়া হয়, তাহা হইলে দাতা, গ্রহীতা, ব্যায়কারী সবাই গোনাহগার হইয়া যাইবে এবং যাকাত, ফিৎরা ও উশুর আদায় হইবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সেই মহা নায়ক কে ?

('সুন্নী কলম' পত্রিকায় প্রকাশিতের পর)

সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলবী

১২০১ হিজরী ১লা মুহার্রম অনুযায়ী ১৭৮৬ সালে ২৯শে নভেম্বর উত্তর প্রদেশের রায়ব্রেলীতে সাইয়েদ আহমাদের জন্ম হইয়াছিল। তাহার পিতা সাইয়েদ মোহাম্মাদ ইরফান সাহেব নাম রাখিয়াছিলেন 'মীর আহমাদ'। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি সাইয়েদ আহমাদ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। (হাকায়েকে তাহরীকে বালাকোট ২০ পৃষ্ঠা)

সাইয়েদ সাহেব সম্ভ্রান্ত ঘরের একজন বুদ্ধিহীন বালক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত স্মৃতি শক্তি শূণ্য শিশুছিলেন। শত চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে লেখাপড়া শেখানো সম্ভব হয় নাই। মোট কথা তাঁহার ভাগ্যে লেখাপড়া ছিল না। সাইয়েদ সাহেবের কোন জীবনীকার তাঁহাকে আলেম বলিয়া চিহ্নিত করিতে পারেন নাই। গোলাম রসুল মোহর লিখিয়াছেন, যখন সাইয়েদ সাহেবের বয়স চারি বৎসর চারিমাস চার দিন হইয়াছিল তখন ভদ্রঘরের নিয়ম অনুযায়ী তাঁহাকে মক্তবে পাঠানো হইয়াছিল। তিনি ছিলেন সেই বংশের একমাত্র সম্পদ। তাই তাঁহাকে উপযুক্তভাবে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে কোন প্রকার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও লেখা পড়ার প্রতি তাঁহার কোন উৎসাহ ছিল না।..........মৌলবী আব্দুল কাইউম বলিয়াছেন, কিতাব পাঠ করিবার সময় সাইয়েদ সাহেবের দৃষ্টি হইতে কিতাবের অক্ষরগুলি অদৃশ্য হইয়া যাইত। রোগ মনে করিয়া চিকিৎসা করাইয়াও কোন ফল হইল না। শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস সাহেব এই কথা শুনিয়া উপদেশ দিলেন যে, কোন সূক্ষ বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, উহা অদৃশ্য হইয়া যায় কিনা। পরিক্ষায় দেখা গেল, অতি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষতম বস্তুও তিনি দেখিতে পান। শাহ সাহেব বলিলেন- "লেখাপড়া ছাড়িয়া দাও। কারন, সূক্ষ্ম বস্তু দেখিতে না পাইলে মনে করিতাম, ইহা কোন রোগ। তাই মনে হয়, ইল্মে জাহিরী তাহার অদৃষ্টে নাই।" (হজরত সাইয়েদ আহমাদ শহীদ, বাংলা ৪২/৪৩ পৃষ্ঠা)

উপরের উদ্ধৃতি এই কথাই বলে, লেখাপড়ায় অমনোযোগী বদমাইশ্ বালকের ন্যায় সাইয়েদ সাহেব অক্ষর দেখিতে পান না বলিয়া ভান করিতেন। আর সত্যই যদি দেখিতে না পাইতেন, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে যে, সাইয়েদ সাহেবের প্রতি কোন কারণে খোদায়ী অভিসম্পাৎ ছিল। সাইয়েদ সাহেবের স্মৃতিশক্তি হীনতা সম্পর্কে মির্যা হায়রাত দেহলবী লিখিয়াছেন–

"কারীমা বাহ বখশায়ে বর হালেমা'। এই ছন্দটি কণ্ঠস্থ কারীতে সাইয়েদ সাহেবের তিন দিন সময় লাগিয়াছিল। আবার ইহার মধ্যে কখন 'কারীমা' ভুলিয়া-গিয়াছেন, আবার কখন' 'বরহালেমা' ভুলিয়া-গিয়াছেন।" (হায়াতে তাইয়েবা ৩৯০ পৃষ্ঠা) মির্যা হায়রাত আরো লিখিয়াছেন-"তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়া যপিবার পর সামান্য কিছু মুখস্ত করিতেন, আবার পরদিন তাহা ভুলিয়া যাইতেন। যখন সাইয়েদ সাহেবের এই অবস্থা হইল, তখন পিতা মাতা তাঁহাকে তিরস্কার ও মারপিট পর্যন্ত করিয়াছিলেন। ইহাতেও পিতা মাতার আশা পূর্ণ হইল না। তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া ছিলেন, আল্লার তরফ থেকে তাঁহার বুদ্ধিতে তালা লাগিয়া গিয়াছে। কোন প্রকার চেষ্টাতে পড়াশুনা হইবে না। তখন তাহারা বাধ্য হইয়া পড়া হইতে উঠাইয়া নিয়াছিলেন। (হায়াতে তাইয়েবা ৩৯১ পৃষ্ঠা)

বোকা বালকদের পিতা মাতা সন্তানকে সহজে লেখাপড়া হইতে উঠাইয়া নিতে চাহেনা। কিন্তু সাইয়েদ সাহেব এমনই বোকার বোকা ছিলেন যে, পিতা মাতা নৈরাশ হইয়া তাহার পড়াশোনা বন্ধ করিয়া–দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মির্যা হায়রাত আরো লিখিয়াছেন,--"সাইয়েদ সাহেব একজন নামকরা

pdf By Syed Mostafa Sakib

নির্বোধ বালক ছিলেন। মানুষের ধারণা ছিল যে, তাঁহার লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া অর্থহীন হইবে। কখন কিছু শিখিতে পারিবে না। সাইয়েদ সাহেব কেবল বাল্যকালে লেখাপড়ার প্রতি অনাগ্রহী ছিলেন এমন কথা নয়। বরং তিনি যুবক হওয়া পর্যন্ত কোন সময় লেখা পড়ার প্রতি আগ্রহী হন নাই।" (হায়াতে তাইয়েবা ৩৮৯ পৃষ্ঠা) মির্যা হায়রাতের বর্ণনা অনুযায়ী বোঝা যায় যে, সাইয়েদ সাহেব লেখাপড়ার প্রতি কোন সময় উৎসাহী ছিলেন না। তাঁহার মুর্খামী ও নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কে মির্যা হায়রাত আরো লিখিয়াছেন--"সাইয়েদ সাহেব ১৯ বৎসর বয়সে প্রথমবার লাখনু গিয়াছিলেন। লাখনুতে শীয়া ও সুন্নীর চরম মতবিরোধ ছিল। এতদিনেও তিনি ঐ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মৌলিক মদভেদ কি ! তাহা জানিতেন না। যখন সাইয়েদ সাহেব জনৈক আমীরের নিকট উপস্থিত হইয়া ছিলেন। তখন তিনি তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, আপনি খারেজী, না শীয়ানে আলী ? ইহাতে তিনি চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিলেন। কারণ, এই শব্দ দুইটি সর্বপ্রথম তাঁহার কানে পড়িয়া ছিল। তাই উহার অর্থ কি বুঝিতে পারেন নাই।" (হায়াতে তাইয়েবা ৩৯৫/৩৯৬ পৃষ্ঠা)

শিক্ষা দীক্ষা না থাকিলেও সাধারণ জ্ঞানো বুদ্ধি যতটুকু থাকিবার প্রয়োজন, তাহাও সাইয়েদ সাহেবের মধ্যে ছিল না। উপরের উদ্ধৃতি তাহাই প্রমান করিতেছে। সাইয়েদ মোহাম্মাদ আলী লিখিয়াছেন--"দীর্ঘ তিন বৎসরের মধ্যে সাইযেদ সাহেব কেবল কোরআন শরীফের কয়েকটি সূরা পড়িতে এবং আরবী অক্ষরগুলি লিখিতে শিখিয়া ছিলেন।" (মাখযানে আহমাদী ১২ পৃষ্ঠা)

বাল্যকাল হইতেই সাইয়েদ সাহেব লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহী না থাকিলেও খেলাধূলার প্রতি তিনি চরম উৎসাহী ছিলেন। মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী লিখিয়াছেন–"বাল্যকাল হইতেই সাইয়েদ সাহেবের খেলার প্রতি ঝোঁক ছিল। খুব আগ্রহের সাথে হা-ডু-ডু খেলিতেন। কখনও বা বালকদিগকে দুইটি ভাগে ভাগ করিয়া দিতেন। একদল অন্য দলের দুর্গের উপর আক্রমণ করিত। 'তাওয়ারিখে আজীবাহ'তে আছে,–বস্তীর সম বয়স্ক বালক দিগকে ইসলামী লস্কর রূপে সমবেত করিতেন। জিহাদের ন্যায় উচ্চস্বরে তকবীর ধ্বনী করিয়া মনগড়া কাফির সৈন্যদের উপর হামলা করিতেন"। (হজরতসাইয়েদ আহমাদ শহীদ ৪৩ পৃষ্ঠা)

সাইয়েদ সাহেব বাল্যকাল হইতেই কাফের বলায় অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি তাহার সম বয়স্ক বালকদের একদলকে কাফের বলিয়া আক্রমণ করিতেন। যদিও ইহা নিছক খেলাধূলা ছিল। কিন্তু তাহার এই স্বভাবের পরিবর্তন হইয়াছিল না। তিনি শত শত নিরঅপরাধ মুসলমানকে কাফের মোর্তাদ, মোনাফেক বলিয়া মরঘাটে পাঠাইয়াছেন। পরে এস্পর্কে আলোচনা হইবে।

নয়া ঐতিহাসিকের নতুন ইতিহাস

সাইয়েদ সাহেবের বিদ্যা, বুদ্ধির দৌড় কত দুর ছিল, তাহা তাহার জীবনীকারগণ খুব উদারতার সহিত প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। উপমহাদেশের কোন ঐতিহাসিক তাহাকে আলেম বলিয়া চিহ্নিত করিতে পারেন নাই। আরো বলিয়া রাখিতেছি যে, উপরে যে সমস্ত জীবনীকারদের মতামত উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহারা প্রত্যেকেই সাইয়েদ ভক্ত ছিলেন। পশ্চিম বাংলার নয়া ঐতিহাসিক গায়ের মুকাল্লিদ গোলাম মুর্তাজাসাহেব সাইয়েদ সাহেব সম্পর্কে নতুন ইতিহাস রচনা করতঃ লিখিয়াছেন–"সৈয়দ আহমাদ বেরেলী ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে ২৯শে নভেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন।....ইংরেজ বিতাড়ন পরিকল্পনা তাঁর মাথায় এমন গাঢ় হয়ে বসে গেল যে,

pdf By Syed Mostafa Sakib

তিনি বিখ্যাত আলেম হওয়ার সময় আর পেলেন না"। (চেপে রাখা ইতিহাস ৩০৭ পৃষ্ঠা)

ইসলাম ধর্মের সহিত সম্পর্ক রাখে এমন দুইটি দল 'শিয়া' ও 'সুন্নী' কি ! যে সাইয়েদ সাহেব ১৯ বৎসর বয়সে তাহা বুঝিতে সক্ষম হন নাই। তিনি কেমন করিয়া ইংরেজদের অত্যাচার অনাচার প্রভৃতি বুঝিয়া ইংরেজ বিতাড়ন পরিকল্পনায় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন যে, যাহার কারণে বিখ্যাত আলেম হইতে পারিলেন না। আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি, গোলাম মোর্তজাসাহেব না আমার প্রদান করা উদ্ধৃতিগুলি খণ্ডন করিতে পারিবেন, না তাহার উক্তির সপক্ষে কোন উদ্ধৃতি প্রদান করিতে পারিবেন। সাইয়েদ সাহেবের শিক্ষা জীবনের সত্য ইতিহাস গোপন করতঃ নয়া ঐতিহাসিকের নতুন ইতিহাস রচনা করিবার পিছনে একটি উদ্দেশ্য রহিয়াছে যে, ওহাবী দেওবন্দীদের উর্ধতন ধর্ম্মগুরু ছিলেন সাইয়েদ আহমাদ সাহেব। উর্ধতন মহান গুরুকে অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ হিসাবে পরিচয় দেওয়া কি লজ্জার বিষয় নয়!

সাইয়েদ সাহেবের দীক্ষা গ্রহণ

সাইয়েদ সাহেব জীবিকার সন্ধানে ১৯ বৎসর বয়সে লাখনু গিয়াছিলেন। তথায় দীর্ঘদিন থাকিবার পর কোন উপযুক্ত চাকুরী না পাইয়া দিল্লী পৌছিয়া ছিলেন। এই সময় তাঁহার বয়স ছিল ২০ বৎসর। আর্থিক অভাবে দিল্লী পৌছিতে তাঁহার খুব কষ্ট হইয়াছিল। সেখানে নিরুপায় হইয়া হজরত শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলবীর মাদ্রাসায় আশ্রয় নিয়াছিলেন। যেহেতু শাহ সাহেব অখণ্ড ভারতের স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন, সেইহেতু সাইয়েদ সাহেব তাঁহার নিকট হইতে যেন তেন প্রকারে ডিগ্রিলাভ করতঃ বিখ্যাত হইবার ইচ্ছায় তাঁহার নিকটে পড়াশোনা আরম্ভ করিয়াদেন। সাইয়েদ সাহেবের জীবনীকার মির্যা হায়রাত লিখিয়াছেন—"সাইয়েদ সাহেবের আসল উদ্দেশ্য ছিল যে, কোন প্রকারে লেখাপড়া করিয়া সুবিখ্যাত হইয়া যাইবে। কিন্তু তাঁহার জন্মগত স্বভাবকে মানাইতে পারিলেন না।" (হায়াতে তাইয়েবা ৪০৫ পৃষ্ঠা) মির্যা হায়রাত আরো লিখিয়াছেন—"কায়েক মাস পড়াইয়া ছিলেন। কিন্তু কিছু শিখিতে পারিলেন না। হাজার চেষ্টা করিয়া ছিলেন যে, সাইয়েদ সাহেবের কিছু শিক্ষা হউক। কিন্তু তাঁহার আদৌ মন লাগিল না। (হায়াতে তাইয়েবা ৪০৮ /৪০৯ পৃষ্ঠা) শাহসাহেব নিরাশ হইয়া পড়িলেন এবং নিজের মূল্যবান সময় অযোথা নষ্ট করা হইবে ধারনা করিয়া সাইয়েদ সাহেবের পড়া ছাড়াইয়া দিলেন এবং তাঁহার সাধারণ সভাতে অংশগ্রহণ করিবার অনুমতি দিলেন। যথা, হায়রাত লিখিয়াছেন—"শাহ সাহেব অনুমতি দিয়াছিলেন যে, তিনি যেন কোরআন খানী ও হাদীস পড়িবার সময় উপস্থিত থাকেন।" (হায়াতে তাইয়েবা ৪০৯)

সাইয়েদ সাহেব শিক্ষালাভ করিবার এই দ্বিতীয় সুযোগটি হারাইয়া ফেলিলেন। পরবর্ত্তী জীবনে পীর, পাদরী যাহা হইয়াছিলেন তাহা হইয়াছিলেন। কিন্তু জাহালাত বা মুর্খামির দাগ কোন দিন মুছিতে পারেন নাই। সাইয়েদ সাহেব সুবিখ্যাত হইবার ফিকিরে শাহ সাহেবের নিকট বায়েত গ্রহণ করতঃ তরীকাত পন্থী হইলেন। যখন শাহসাহেব যথাক্রমে সাইয়েদ সাহেবকে 'তাসাব্বুরে শায়েখ' এর সবক প্রদান করিলেন, যাহা ইল্মে মারেফাতের একটি স্তর। তখন সাইয়েদ সাহেব বলিলেন,—আমি উহা করিবনা। কারণ, তাসাব্বুরে শায়েখ এবং প্রতিমা পূজা একই প্রকারের নিকৃষ্টতম কুফর ও শির্ক। শাহসাহেব হাফেজ শীরাজীর একটি শের পাঠ করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, ইল্মে মারেফাত হাসেল করিবার জন্য পীরের নির্দেশ পালন করা শর্ত। ইহার উত্তরে সাইয়েদ সাহেব বলিলেন—"আপনি যাহা বলিবেন তাহাই করিব। কিন্তু তাসাব্বুরে শায়েখ—পীরের অবর্তমানে তাহার খেয়াল করা, তাহার নিকটে সাহায্য চাওয়া, এগুলি আসলই প্রতিমা পূজা এবং প্রকাশ্য শির্ক। আমি ইহা কোন সময়ে করিব না"। (মাখযানে আহমাদী ১৯ পৃষ্ঠা, সংগৃহীত হাকায়েকে তাহরীকে বালাকোট ২৮ /২৯ পৃষ্ঠা)

এই সেই সুদক্ষ হা-ডু-ডু খেলোয়াড় সাইয়েদ সাহেব যিনি পবিত্র কোরআনের মাত্র কয়েকটি সূরা ছাড়া কোরআন শরীফ দেখিয়া পড়িতে পারিতেন না, যিনি 'কারীমা বা বখশায়ে-বর হালেমা' ছন্দটি তিনদিনে মুখস্ত করিবার পর কখন কখন উহার দুই একটি শব্দ

pdf By Syed Mostafa Sakib

ভুলিয়া যাইতেন, যিনি শীয়া ও সুন্নীর পার্থক্য বুঝিতেন না, যাঁহাকে শাহ সাহবের ন্যায় একজন মহান মুহাদ্দিস পাড়াইতে না পারিয়া ছুটি দিয়াছিলেন। আজ তিনি শাহ সাহেবের সামনে দাঁড়াইয়া ইল্মে তাসাউফের অন্যতম মসলা 'তাসাব্বুরে শায়েখ' করাকে প্রকাশ্য প্রতিমা পূজা এবং শির্ক বলিয়া বিতর্ক করিতেছেন। যদি সাইয়েদ সাহেবের ফতওয়া মানিয়া নেওয়া হয়, তাহা হইলে শাহ আব্দুল আজীজ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্কারে বাগদাদ শায়েখ আব্দুল ক্বাদের জীলানী, সুলতানুল হিন্দ খাজা মুঈনুদ্দীন আজমিরী, হজরত বাহাউদ্দীন নকশা বন্দী ও মুর্জাদ্দিদে আলফে সানী রাহেমাহুমুল্লাহ সবাই (নাউজুবিল্লাহ) মুশরিক হইয়া যাইবেন। যেমন আগুনের সঙ্গে পানির সমঝোতা হয় না, তেমনই ঈমানের সঙ্গে কুফর ও শির্কের সমঝোতা হয় না। পীর যাহা ঈমান ও ইসলামের অঙ্গ বলিয়া আদেশ করিতেছেন, মুরীদ তাহা শির্ক ও কুফর বলিতেছেন। ইহার পরেও কি পীর ও মুরীদের সম্পর্ক থাকিতে পারে ? 'তাসাব্বুরে শায়েখ' এর মসলায় শাহ সাহেবের সহিত সাইয়েদ সাহেবের মতবিরোধ ঘটিবার সাথে সাথেই আধ্যাত্মিক শৃংখল ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে যাহাদের উর্ধতন পীর সাইয়েদ আহমাদ রায়বেরেলবী তাহারা যেন নিজেদের সিলসিলার সর্ব্বনাশের কথা গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করিয়া দেখেন।

গাংগুহীও বাঁচিলেন না

উলামায়ে দেওবন্দের নির্ভরযোগ্য কিতাব 'আরওয়াহে সালাসা' এর ২৯০ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে–"একদা রশীদ আহমাদ গাংগুহী (রহঃ) মস্তির অবস্থায় ছিলেন। 'তাসাব্বুরে শায়েখ' এর মসলাা সামনে ছিল। তিনি বলিলেন, আমি বলিব ! আবেদন করা হইল–বলুন। আবার বলিলেন, বলিব! আবেদন করা হইল–বলুন ! আবার বলিলেন, বলিব ! আবেদন করা হইল–বলুন ! তখন তিনি বলিলেন–পূর্ণ তিন বৎসর হজরত ইমদাদুল্লার চেহারা আমার অন্তরে ছিল। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন কাজ করি নাই। অতপর তিনি আরো মস্ত হইয়া বলিলেন–বলিব! আবেদন করা হইল–হজরত অবশ্যই বলুন। তখন তিনি বলিলেন–তিন বৎসর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি আসাল্লাম আমার অন্তরে ছিলেন। আমি তাঁহাকে জিগ্গাসা না করিয়া কোন কাজ করি নাই।"

সাইয়েদ সাহেবের ধারণা অনুযায়ী ওহাবী হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাওলানা রশীদ আহমাদ গাংগুহী সাহেব প্রতিমা পূজক হইয়া প্রকাশ্য কাফের মোশ্‌রেক হইয়া গেলেন। কারন, তিনি কেবল 'তাসাব্বুরে শায়েখ' এর মসলা মানিতেন না বরং তিনি 'তাসব্বুরে শায়েখ' করিতেন। এখন আপনার ইনসাফকে আওয়াজ দিয়া বলুন ! গাংগুহী সাহেবকে প্রতিমা পূজক কাফের মোশরেক বলিবেন, না সাইয়েদ সাহেবকে জাহেল বলিবেন।

অমুসলিমদের দাওয়াৎ গ্রহণ

গোলাম রসুল মোহর লিখিয়াছে–"সাহারান পুরের তসীল্‌দার ধোঁকাল সিংও সাইয়েদ সাহেবকে দাওয়াৎ করিয়াছেন।" (সাইয়েদ আহ্‌মাদ শহীদ ১২৮ পৃষ্ঠা)

মোহর আরো লিখিয়াছেন–"কানপুরের জনৈক ইংরেজের মুসলমান স্ত্রী তাহার জামাই মির্যা আব্দুল কুদ্দুসের মাধ্যমে রায়ব্রেলী হইতে সাইয়েদ সাহেবকে ডাকিয়াছিলেন। তিনি গঙ্গা পার হইয়া ইংরেজের মুসলমান স্ত্রীর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।" (১৫৯ পৃঃ)

প্রকাশ থাকে যে, ইংরেজরা মুসলিম মহিলাদের স্ত্রীরূপে রাখিত। এই কানপুরী মহিলাটি জনৈক ইংরেজের স্ত্রীরূপে থাকিত।

মোহার আরো লিখিয়াছেন–"জনৈক ইংরেজের এক মুসলমান স্ত্রী দাওয়াত করিবার উদ্দেশ্যে সাইয়েদ সাহেবকে থামাইলে তিনি তাহার দাওয়াত গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। ইংরেজ স্বয়ং আসিয়া বলিল–আপনি উহার দাওয়াত কবুল না করুন কিন্তু আমার দাওয়াত কষ্ট করিয়া কবুল করিয়া নিন। তখন তিনি ইংরেজের দাওয়াত গ্রহন করিয়া নিলেন। (সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ১৯০ পৃষ্ঠা)

সাইয়েদ সাহেব কেমন পরহিজগার পীর ছিলেন

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়! যেন দাওয়াত গ্রহন করাই তাঁহার পেশা। চাই হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রীষ্টান, জেনাকার ও জেনাকারিণী যাহাই হউক না কেন।

সাইয়েদ সাহেবের ভাগনা মোহাম্মাদ আলী লিখিয়াছেন—"যখন ঈশার নামাজ হইয়া গেল সেই সময় দীদবানু বলিল—কয়েকটি মশাল আমাদের দিকে আসিতেছে। এই কথা হইবার সময়ে দেখা গেল যে, জনৈক ইংরেজ ঘোড়ায় চড়িয়া বিভিন্ন প্রকার খাদ্য লইয়া নৌকার নিকটে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে—পাদরী সাহেব কোথায় ? সাইয়েদ সাহেব নৌকা হইতে উত্তর দিলেন—আমি এখানে আছি। আপনি অসুন। ইংরেজ তরিৎ ঘোড়া হইতে নামিয়া মাথার টুপী হাতে লইয়া নৌকায় সাইয়েদ সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিবার পর বলিল—আপনার কাফেলার আগমনের সংবাদ দেওয়ার জন্য আমি আমার খাদেমদের নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছি। আজ সংবাদ পাইলাম যে, আপনি কাফেলার সহিত এইদিকে আসিতেছেন। এই শুভ সংবাদ পাইয়া খাদ্য তৈয়ার করতঃ আপনার খিদমাতে উপস্থিত হইয়াছি।" (মাখযানে আহমাদী ২৭ পৃষ্ঠা) এই ঘটনাটি কিছু ভাষা পরিবর্ত্তনে জাফর থানেশ্বরী 'সাওয়ানেহে আহমাদী' এর ৪৯ পৃষ্ঠায় এবং মাওলানা আবুল হাসান নদভী 'সীরাতে সাইয়েদ আহমাদ শহীদ' এর ১৯০ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করিয়াছেন—"সাইয়েদ সাহেব বলিলেন, খাদ্য আমাদের পাত্রে ঢালিয়া নাও। খাদ্য লইয়া কাফেলার মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হইল এবং ইংরেজ দুই তিন ঘণ্টা থাকিয়া চলিয়া গেল।" (সংগৃহীত এমতিয়াজে হক ৮৪/৮৫ পৃষ্ঠা)

একটি ছোট সমীক্ষা

সাইয়েদ সাহেব অমুসলিম ইহুদী, ঈসায়ী, হিন্দু ও শিখ নির্বিশেষে সবার দাওয়াত গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত ছিলেন বলিয়া উপরের উদ্ধৃতিগুলি হইতে ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। বর্ণনাকারীদের মধ্যে এমন একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি রহিয়াছেন যাহার কথা অস্বীকার করা অসম্ভব। সেই বিশ্বস্ত ব্যক্তি হইলেন সাইয়েদ সাহেবের আপন ভাগনা 'মাখযানে আহমাদী' এর লেখক সাইয়েদ মোহাম্মাদ আলী সাহেব। তিনি স্বয়ং সাইয়েদ সাহেবের সফরের সঙ্গী ছিলেন এবং ইংরেজ সাহেবের খাদ্য ভক্ষণে শরীক ছিলেন।

ইংরেজ সাহেব সাইয়েদ সাহেবের জন্য অপেক্ষামাণ ছিল কেন এবং কেন তাঁহার কাফেলার জন্য কয়েক পাল্কী খাদ্য লইয়া আসিয়াছিল! যদি সাইয়েদ সাহেবের সফর বৃটিশ বিরোধী হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় ইংরেজ সাহেব রেশন লইয়া অপেক্ষা করিত না। যাহারা সাত সমুদ্র তের নদী পার হইতে এখানে আসিয়া হিন্দু মুসলিমের কাঁধে চড়িয়া রাজ কায়েম করিয়াছিল তাহারা কি এতই বোকার বোকা যে, সাইয়েদ সাহেব তাহাদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রস্তুতি চালাইতেছেন, তাহারা আবার সাইয়েদ সাহেবের ভোগ দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহা অসম্ভব কথা । প্রকৃতপক্ষে সাইয়েদ সাহেবের সফর ছিল ইংরেজদের মহা শত্রু শিখ ও পাঠানদের বিরুদ্ধে। বৃটিশ সরকার তাহাদের পাদরী সাইয়েদ সাহেবকে সেইভাবে প্রস্তুত করিয়াছিল। সাইয়েদ সাহেবের সহিত ইংরেজ সাহেবের সম্পর্ক নতুন নয় বরং খুব পুরাতন ছিল। তাই ইংরেজ যখন বলিয়াছিল—পাদরী সাহেব কোথায় ? তখন সাইয়েদ সাহেব তরিৎ উত্তর দিয়াছিলেন—আমি এখানে উপস্থিত রহিয়াছি। যেহেতু সাইয়েদ সাহেবের সফর হইতে ছিল ইংরেজদের প্লান অনুযায়ী। সেইহেতু ইংরাজরা ভালই জ্ঞাত ছিল যে, সাইয়েদ সাহেবের কাফেলা কোথায় থেকে কোথায় যাইবে এবং কোথায় অবস্থান করিবে ও কোথায় খাদ্যের প্রয়োজন হইবে। ঠিক সেই স্থানে সাইয়েদ সাহেবের অন্নদাতা ইংরেজরা খাদ্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সত্যই যদি সাইয়েদ সাহেবের সফর ইংরেজ বিরোধী হইত, তাহা হইলে ইংরেজ তাহাদের প্রথা অনুযায়ী সাইয়েদের সম্মানার্থে মাথার টুপী খুলিয়া হাতে লইত না। বরং নৌকা আটক করিয়া দিত এবং তাঁহার সৈন্য সামন্ত সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করিত। সাইয়েদও তাঁহার দুশমনদের ভোগ হজম করিতেন না। শুকর ভক্ষণকারী ইংরেজ কি খাদ্য আনিল তাহা যাঁচাই না করিয়া গ্রহণ এবং সঙ্গে সঙ্গে বিতরণ। এই গুলি থেকে কি প্রমাণ হয় যে, সাইয়েদ সাহেবের দৌড়াদৌড়ি ইংরেজ বিরোধী ছিল? সাইয়েদ সাহেব মুসলমানদের পীর ছিলেন,

pdf By Syed Mostafa Sakib

না খৃষ্টানদের পাদরী ছিলেন তাহা চিন্তা করিবার বিষয় নয় কি ?

হিন্দু মহারাজের দাওয়াত গ্রহণ

গাওয়ালীয়ারের মহারাজের পক্ষ থেকে অতিথি সেবার পূর্ণ ব্যবস্থা ছিল। কয়েকবার হিন্দু মহারাজ দাওয়াত করিয়াছেন। একটি দাওয়াতের বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়া বর্ণনাকারীগণ বলিয়াছেন–"মারহাঠী খাদ্য তৈরী করা হইয়া ছিল। শেরমাল, পরাঠা, পলাও, মিষ্টি পলাও, কালিয়া, ফিরনী, ইয়াকুতীকাবাব, শিক কাবাব, মুরগীর বিরিয়ানী ইত্যাদিও তৈরী করা হইয়াছিল। স্বয়ং মহারাজ সাইয়েদ সাহেবকে এবং তাঁহার সঙ্গীদের হাত ধোয়াইয়া দিয়াছিলেন। পরিবেশন পর্ব্ব শেষ হইলে যে পান প্রদান করা হইয়া ছিল সেগুলি সোনার পাতায় মোড়া ছিল। কয়েকটি সেনীতে (বড় খাঞ্জাতে) সাজাইয়া বহু উপঢৌকন প্রদান করা হইয়াছিল। ঐ উপঢৌকনের মধ্যে ছিল একটি মহা মূল্যবান মালা ও দুইটি চোগা, যাহার উপর জরির খুব সুন্দর কাজ করাছিল।" (সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ২৮৪ পৃষ্ঠা)

হিন্দু মহারাজের ভোগ ও ভেট সাইয়েদ সাহেব সাদরে গ্রহণ ও ভক্ষণ করিলেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, হিন্দু মহারাজ কোন্ ইসলাম ও কোন্ জিহাদ এর খুশিতে উন্মত্ত হইয়া এই বিরাট ভোজন ও উপঢৌকনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ? নিশ্চয় এত বড় পর্ব্ব উদ্দেশ্য বিহীন ছিল না। মনে হয় মহারাজ এই পীর নামী পাদরীর মাধ্যমে ইংরেজের সন্তুষ্টি লাভ করিতে চাহিয়াছিলেন। সাইয়েদ সাহেবের দাওয়াত খাওয়ার দাস্তান সংক্ষিপ্তভাবে শেষ করিয়া দিলাম।

হরিরামের উপঢৌকন

সাইয়েদ সাহেব মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সবার উপঢৌকন গ্রহণ করিতেন। এখানে উহার দুই একটি নমুনা প্রদান করা হইতেছে।–হরিরাম কাশ্মীরী গাজীয়াবাদের তহশীল্দার ছিলেন........তিনি বিনয়ীর সহিত উপস্থিত হইয়া মিষ্টান্ন ছাড়া আরো কিছু উপঢৌকন প্রদান করিলেন। (সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ১২৬ পৃষ্ঠা)

গোলাম রসুল মহর লিখিয়াছেন–"বুধোরাম নামে এক বিখ্যাত শেঠ ছিলেন। তিনি সাইয়েদ সাহেবের খিদমাতে আসিয়া নকদ টাকা পয়সা ছাড়াও আঙ্গুর, আনার পেস্তা, বাদাম, ন্যাসপাতি এবং কাশ্মীরী ফলের ঝুড়ি ও বস্তা আনিয়াছিলেন।" (সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ১৫২ পৃষ্ঠা)

আবুল হাসান আলী নদবী লিখিয়াছেন–"সাইয়েদ সাহেবের দরবারের নিয়ম ছিল যে, দেশের কোন লোক তাঁহার সাক্ষাতের জন্য যখন আসিত, তখন তাহারা উপঢৌকন স্বরূপ কেহ দুইটি মোরগ আনিত, কেহ এক সের দুই সের মধু অথবা ঘি আনিত, কেহ চাউল কেহ মুরগীর ডিম আনিত। সাইয়েদ সাহেব এই সমস্ত জিনিষ খুব হিফজতের সহিত তাঁহার রান্নাশালায় পাঠাইয়া দিতেন।" (সীরাতে সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ৫৪ পৃষ্ঠা)

জাফর থানেশ্বরী লিখিয়াছেন–"সাঁই নদীর অপর দিক হইতে দুইজন মানুষের আওয়াজ আসিল–নৌকা পাঠাইয়া দিন। সাইয়েদ সাহেব মসজিদ হইতে বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-আপনারা কাহারা? জানা গেল, সাইয়েদ সাহেবের এক তোপখানার দারোগা সাইয়েদ ইয়াসীন কিছু টাকা উপঢৌকন পাঠাইয়াছেন। নৌকা পাঠানো হইল। লোক দুইটি আসিয়া টাকা সাইয়েদ সাহেবের খিদমাতে প্রদান করিলেন। (সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ১৩৫ পৃষ্ঠা)

পশ্চিমবাংলায় সাইয়েদ সিলসিলার যে সমস্ত জাহেল পীরগণ পরহিজগারীর বহর বাড়াইয়া থাকেন, তাহারা যেন উপরের উদ্ধৃতিগুলি হইতে তাহাদের পীরের পরহিজগারীর সম্বন্ধে খানিকটা চিন্তা ভাবনা করেন।

ভাবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন

ভাই ইন্তেকাল করিলে ভাবীকে বিবাহ করা শরীয়তে অবৈধ নয়। কিন্তু সাইয়েদ সাহেব ভাবীকে বিবাহ করিয়া কয়েকটি কারণে সমালোচনার সম্মুখিন

pdf By Syed Mostafa Sakib

হইয়াছেন। যথা, তিনি সুন্নাত জীবিত করিবার বাহানা করিয়াছিলেন (২) তাঁহার ভাবী বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া ছিলেন (৩) সাইয়েদ সাহেবের স্ত্রী এবং তাঁহার কন্যাদের তিনি অসীয়ত করিয়া যান নাই যে, তোমারা বিধবা হইবার পর অবশ্যই বিবাহ করিবে ইত্যাদি।

সাইয়েদ সাহেবের অনেক জীবনীকার প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, সে যুগে বিধবা মহিলাদের বিবাহ দেওয়া দোষণীয় মনে করা হইতো। সাইয়েদ সাহেব এই মুর্দা সুন্নাতকে জীবিত করিবার উদ্দেশ্যে বিধবা বিবাহ চালু করিয়া ছিলেন। ফলে এই মুর্দা সুন্নাতটি তাঁহার দ্বারায় জীবিত হইয়া যায়। কিন্তু অবস্থা এই প্রকার ছিল না। যখন সাইয়েদ সাহেবের বড় ভাই সাইয়েদ মোহাম্মাদ ইসহাক তাঁহার যুবতী স্ত্রী 'সাইয়েদা ওলীয়াকে রাখিয়া ইন্তেকাল করিলেন, তখন হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল সাইয়েদ সাহেবের সুন্নাত জীবিত করিবার কথা। যুবতী ভাবিকে বিবাহ করিবার জন্য সাইয়েদ প্রস্তাব দিলেন। যেহেতু মোহাম্মাদ ইসহাক একজন আলেম এবং খুব দুরদর্শি মানুষ ছিলেন, সেইহেতু সাইয়েদা ওলীয়া সাইয়েদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াদেন। সাইয়েদ সাহেবের জীবনীকার লিখিয়াছেন–"সাইয়েদ সাহেব ধারাবাহিক দুই তিন মাস চেষ্টা চালাইবার পর বড় ভাইয়ের নৌজুয়ান বিবির গলায় বিবাহের ফাঁশ দিয়াছিলেন।" (মাখযানে আহমাদী ৪৫ পৃষ্ঠা, লেখক সাইয়েদ সাহেবের আপন ভাগনা সাইয়েদ মোহাম্মাদ আলী, সংগৃহীত হাকায়েকে তাহরীকে বালাকোট ৬১ পৃঃ)

এই নতুন বিবাহের পর সাইয়েদ সাহেব এমনই মত্ত হইয়া পড়িলেন যে, তিনি যথা সময়ে ফজরের নামাজে আসিতে পারিতেন না। তাঁহার মুরীদরাও পর্যন্ত এই ব্যাপারে মুখ খুলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যেমন দেওবন্দীদের সেই নির্ভরযোগ্য কিতাব 'আরওয়াহে সালাসা' এর ১৪২ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে–"সাইয়েদ সাহেব বিবাহ করিয়া ছিলেন। নামাজে আসিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। আব্দুল হাই সাহেব কিছু বলিলেন না যে, নতুন বিবাহের কারণে ঘটনাক্রমে বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। পরে আবার ঐ প্রকার ঘটিয়া গেল। সাইয়েদ সাহেবের আসিতে এতই বিলম্ব হইয়াছিল যে, তাকবীরে উলা পর্যন্ত হইয়া গিয়াছিল। মৌলবী আব্দুল হাই সালাম ফিরাইবার পর বলিলেন–"আল্লাহ তায়ালার ঈবাদৎ হইবে, না বিবাহের মজা উড়ানো হইবে !"–প্রকাশ থাকে যে, সাইয়েদ সাহেবের তিনজন স্ত্রী ছিলেন, তাঁহার ইন্তেকালের পরে স্ত্রী জোহরা বত্রিশ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। অনুরূপ স্ত্রী ওলীয়া ষোল বৎসর এবং স্ত্রী ফাতিমা উনসত্তর বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। সাইয়েদ সাহেবের দুই কন্যা সায়েরা একুশ বৎসর এবং কন্যা হাজেরা দশ বৎসর বিধবা হইয়াছিলেন। এই বিধবার দলেরা দ্বিতীয় বিবাহ করতঃ সুন্নাত জীবিত করিবার প্রেরণা পাইয়াছিলেন না কেন ? কমপক্ষে উহাদের একজন তো মুর্দা সুন্নাতকে জীবিত করিবার জন্য আগাইয়া আসিতে পারিতেন! কেন সাইয়েদ সাহেব অসীয়ত করতঃ বলিয়া যান নাই যে, তোমরা আমার শোকে কাতর হইয়া সারা জীবন বসিয়া থাকিবেনা। অন্য স্বামী গ্রহণ করতঃ মুর্দ্দা সুন্নাতকে জীবিত করিবে ; ইহাতে তোমাদের মঙ্গল রহিয়াছে। বরং সাইয়েদ উল্টো অসীয়ত করতঃ বিবিগণকে বিবাহ না করিবার প্রেরণা দিয়াছিলেন। গোলাম রসুল মোহর লিখিয়াছেন–"যদি এই জিহাদে আমার ইন্তেকাল হইয়া যায়, তাহা হইলে অন্য কোন স্থানে না থাকিয়া মক্কা, মদীনা শরীফে চলিয়া যাওয়া তোমাদের জন্য জরুরী।" (সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ৭০৫ পৃষ্ঠা)

ইসলামী শরীয়তে ঘর ও বাহির সবার জন্য সমান ব্যবস্থা করিতে হয়। ওহাবী শরীয়ত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সাইয়েদ স্বয়ং এবং তাঁহার বাহিনী মুর্দা সুন্নাত জীবিত করিবার অজুহাতে হায় পাঠান নারীদের উপর কি অত্যাচার না করিয়াছেন ! ওহাবী কামুক সাইয়েদ এবং তাঁহার বর্বর বাহিনী বিধবা তো বিধবা তরুণীদের পর্যন্ত রাস্তা থেকে জোরপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়া মসজিদে তুলিয়া বিবাহ করিয়াছেন। পাত্রী ও পাত্রী পক্ষের অনিচ্ছায় জোরপূর্ব্বক বিবাহ কি ব্যাভিচার নয় ? ইসলাম বিবাহের জন্য উভয় পক্ষের সম্মতি শর্ত করিয়া দিয়াছে। কেবল সম্মতি থাকিলেই হইবে না। দুইজন সাক্ষীর সম্মুখে স্বইচ্ছায় সম্মতি প্রদান করা শর্ত। সাইয়েদ এবং তাঁহার বাহিনী শরীয়তের এই সংবিধানকে প্রকাশ্যে জবাহ করতঃ সতী নারীদের সতীত্বকে হরণ করিয়াছেন। ওহাবী বীর সাইয়েদ সাহেব 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' এর নামে

pdf By Syed Mostafa Sakib

যেমন সুন্নী হানিফী পাঠানদের নির্মম হত্যাকাণ্ড করিয়াছিলেন, তেমনই সুন্নাত জীবিত করিবার নামে তাহাদের সতী নারীদের নির্য্যাতন করিয়াছিলেন। ইহার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদান করা হইতেছে। যথা, সাইয়েদ ভক্ত মির্যা হায়রাত দেহলবী লিখিয়াছেন "দেখা গিয়াছে যে, সাধারণতঃ দুই তিন জন করিয়া তরুণীরা যাইতেছে। মুজাহিদদের মধ্যে কেহ গিয়া তাহাদের ধরিয়া মসজিদে আনিয়া বিবাহ করিয়া নিয়াছে"। (হায়াতে তাইয়েবা ২৭২ পৃষ্ঠা)

জোরপূর্ব্বক ব্যাভিচারের দল ওহাবী সাইয়েদ বাহিনী পাঠান নারীদের ছিনাইয়া লইয়া যাইতেন এবং তাহাদের অসহায় পিতামাতাকে বিভিন্ন প্রকার ভয়ও দেখাইতেন এবং এক তরফা ভাবে বিবাহ ঘোষনা করিয়া দিতেন। যথা, মির্যা হায়রাত বেহায়ার মত লিখিয়াছেন–

"একজন তরুণী চাইত না যে, দ্বিতীয়া স্ত্রীরূপে আমার বিবাহ হইয়া যাক। কিন্তু মুজাহিদ সাহেব জোর করিতেছেন যে, বিবাহ করিতে হইবে। শেষে পিতামাতা বাধ্য হইয়া তাহাদের তরুণীকে মুজাহিদের হাতে তুলিয়া দিতেন।" (হায়াতে তাইয়েবা ৩৫৫ পৃষ্ঠা)–ওহাবী ঐতিহাসিক অল্প কথায় স্বতী তরুণীদের করুণ কাহিনীর বিবরণ দিয়াছেন। ওহাবীদের থাবা থেকে বিধবাদের বাঁচা খুব বিপদজনক ছিল। যে বাড়ীতে বিধবা বাস করিত সেই বাড়ীতে আগুণ লাগাইবার পর্যন্ত আদেশ করা হইয়াছিল। সাইয়েদ সাহেবের মুরীদ–পেশওয়ার শহরের কাজী" মৌলবী মাজহার আলী এ'লান করিয়া দিয়াছিলেন যে, তিন দিনের মধ্যে পেশওয়ারের সমস্ত বিধবা নারীদের বিবাহ হইয়া যাওয়া জরুরী। অন্যথায় যে বাড়ীতে বিধবা থাকিবে সেই বাড়ীতে আগুণ লাগাইয়া দেওয়া হইবে।" (হায়াতে তাইয়েবা ২৮২ পৃষ্ঠা)

ইসলামী কানুন তো ধনী, গরীবের পার্থক্য করেনা। সাইয়েদ সাহেবের ইন্তেকালের পর তাঁহার বিবিগণ ১৬ বৎসর হইতে ৬৯ বৎসর পর্যন্ত হায়াতে ছিলেন এবং তাঁহার দুই কন্যা বিধবা হইয়া একজন ১০ বৎসর ও একজন ২০ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। তাহাদের ঘরে আগুন লাগাইবার ব্যবস্থা হইল না কেন? মাওলানা ওবাইদুল্লাহ সিন্ধী পর্যন্ত সাইয়েদ সাহেবের শয়তানী কাজের সমালোচনা করিতে বাধ্য হইয়া লিখিয়াছেন–"এই নোংরামী হইয়া ছিল যে, আমীর শহীদের খিলাফতের প্রচারকরা হিন্দুস্থানে নিজেদের রাজ শক্তি দেখাইয়া জোর পূর্ব্বক আফগানিস্তানের যুবতীদের বিবাহ করিতে লাগিল।" (শাহ ওলীউল্লাহ আওর উনকী সিয়াসী তাহরীক ১০৮ পৃষ্ঠা)......................(ক্রমশ)

আপনি কি আপনার মনের মত চিকিৎসক খুঁজছেন ?
তাহলে আসুন আপনার মনের ও শরীরের সমস্যার এবং চক্ষু পরীক্ষার জন্য।

DR. GOLAM MOSTAFA

B. D. M. S. (W. B.), M. D. (Bio) Gold Medalist, (Kol.), D.O.S. (Kol.)
Member of the Eastern India Optometric Association (Kol.)

ডাঃ গোলাম মোস্তাফা

MECC

চিকিৎসক এবং দৃষ্টি শক্তি পরিমাপ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ

এখানে বিশুদ্ধ হোমিও প্যাথিক ও বায়োকেমিক ঔষধ দ্বারা নূতন ও পুরাতন রোগের সু-চিকিৎসা করা হয়।
* বিশেষভাবে মানষিকরোগ, শিশুরোগ, স্ত্রী রোগ এবং চক্ষু রোগের অভিজ্ঞ চিকিৎসক।
বিখ্যাত চিকিৎসক জেমস্টাইলার কেন্ট বলেন–"গর্ভকালই স্ত্রী লোকদের চিকিৎসার উপযুক্ত সময়। তাহার বিশৃঙ্খলা জ্ঞাপক লক্ষণগুলি এই সময়েই প্রকাশিত হয়, অন্য সময়ে হয় না।"
* বর্তমানে বহু স্ত্রী লোকের সীজার হচ্ছে। আল্লাহ্‌র রহমতে হোমিও ও বায়োকেমিক চিকিৎসা দ্বারা সুস্থ সবল সন্তান সন্ততির জন্ম হয় এবং সীজারের আশঙ্কা খুবই কম থাকে। গর্ভধারণের পর থেকেই চিকিৎসা শুরু করবেন।

চেম্বার
গওসিয়া হোমিও হল
ছয়ঘরী বাসষ্ট্যাণ্ড, মুর্শিদাবাদ
রোগী দেখিবার সময় বিকাল ৪টা থেকে ৮টা।
রবিবার বন্ধ

চেম্বার
মর্ডান আই কেয়ার সেণ্টার
ইসলামপুর নেতাজী পার্ক রোড, মুর্শিদাবাদ
রোগী দেখিবার সময় সকাল ৮টা হইতে বেলা ৩টা
রবিবার বন্ধ

pdf By Syed Mostafa Sakib

'দরূদে রেজবীয়া' এর ফজীলাত

দরূদে রেজবীয়াকে দরূদে জুময়া বলা হয়। ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহি এই দরূদের বহু ফজীলাত বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে কতিপয় ফজীলতের বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

১) যে ব্যক্তি এই দরূদ শরীফ পাঠ করিবে তাহার প্রতি আল্লাহ তায়ালা তিন হাজার রহমত অবতীর্ণ করিবেন।

২) তাহার প্রতি দুই হাজার খাস সালাম–শান্তি প্রেরণ করিবেন।

৩) তাহার আমল নামায় পাঁচ হাজার নেকী লেখা হইবে এবং পাঁচ হাজার গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

৪) কিয়ামতের দিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাহার সহিত মুসাফাহা করিবেন।

৫) তাহার মাথায় লিখিয়া দেওয়া হইবে–এই ব্যক্তি মুনাফিক নয় এবং ইনি জাহান্নামী নয়।

৬) কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে শহীদদিগের সঙ্গী করিয়া রাখিবেন।

৭) তাহার-মালে ও আওলাদে বর্কাত হইবে এবং সে সব সময় শত্রুর উপর জয়ী হইয়া থাকিবে।

৮) কোন দিন স্বপ্নে শাহানশাহে দোজাহানের সহিত সাক্ষাত হইয়া যাইবে এবং ঈমানের সহিত ইন্তেকাল হইবে।

৯) কিয়ামতের দিন তাহার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের শাফায়াত্ অয়াজিব হইয়া যাইবে।

১০) আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি এমনই সন্তুষ্ট হইয়া যাইবেন যে, কোন দিন অসন্তুষ্ট হইবেন না। অবশ্য এই দরূদ শরীফ একমাত্র সুন্নী মুসলমানদের জন্য পাঠ করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

'দরূদে রেজবীয়া' পাঠ করিবার নিয়ম

দরূদে রেজবীয়া শরীফ পাঠ করিবার নিয়ম হইল যে, জুমার নামাজের পর মদীনা শরীফের দিকে মুখ করিয়া নামাজের ন্যায় আদবের সহিত দাঁড়াইয়া একশতবার পাঠ করিবে। সব চাইতে উত্তম-দুই চার দশ বিশ জন মিলিয়া একসঙ্গে পাঠ করা। এই একটি দরূদ দশটি দরূদের সমান এবং প্রত্যেক দরূদের সওয়াব দশগুণ পাওয়া যাইবে। অনুরূপ দশ ব্যক্তি এক সঙ্গে একবার করিয়া পাঠ করিলে প্রত্যেক ব্যক্তি এক হাজার মানুষের সওয়াব পাইবে, এক হাজার গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে, তাহার প্রতি এক হাজার রহমত না–জেল হইবে। ইহা হইল একবার পাঠ করিবার ফল। অনুরূপ প্রত্যেকেই একশত বার করিয়া পাঠ করিলে কত সওয়াব হইবে অনুমান করিয়া নিন। এই দরূদ শরীফ সম্পর্কে যাহারা অবগত হইবে তাহাদের উচিত, নিজের বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনকে এই দরূদ শরীফের কথা বলিয়া দেওয়া এবং এক সঙ্গে পাঠ করিবার ব্যবস্থা করা। কারণ, জামায়াত যত বেশী হইবে এই ব্যক্তি সমস্ত ব্যক্তির দশগুণ করিয়া বেশী সওয়াব পাইবে, কিন্তু কাহারো নেকীতে কোন প্রকার কম হইবে না। যথা-দশ ব্যক্তি একসঙ্গে একবার করিয়া পাঠ করিল। প্রত্যেকে এক হাজার করিয়া সওয়াব পাইবে এবং যে ব্যক্তি প্রচার করিয়াছে সে সবার দশ গুণ করিয়া দশ হাজার সওয়াব পাইবে।

দরূদ শরীফ পাঠ করা শেষ হইবার পর সবাই হাত উঠাইয়া সবাই শাজারায় কাদেরীয়া শরীফ পাঠ করিবে অথবা এক ব্যক্তি পাঠ করিবে এবং সবাই আমীন আমীন করিবে। অতঃপর ফাতিহা করিবার পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম, সাহাবায় কিরাম ও সমস্ত আউলিয়ায় কিরামগণের আরওয়াহতে সওয়াব পোঁছাইয়া দিবে। তারপর নিজের জন্য ও সমস্ত সুন্নী মুসলমানদের জন্য দুয়া করিবে। আমাদের দেশ থেকে পশ্চিম উত্তর কোণায় মদীনা শরীফ। এই জন্য কিবলা থেকে সামান্য ডান দিকে ঘুরিতে হইবে।

দরূদে রেজবীয়া শরীফ

সাল্লাল্লাহু আলান নাবী ইল উম্মিয়ে অ আলিহী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামা সলাতাঁউ অ সালামন আলাইকা ইয়া রাসু লাল্লাহ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এ এক নতুন ফিৎনা

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন আল্লাহ তায়ালা এই উম্মাতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দির শিরোভাগে একজনকে প্রেরণ করিবেন যিনি উম্মাতের দ্বীনকে সংস্কার করিয়া দিবেন। (আবুদাউদ, খাসায়েসে কোবরা)

বর্তমান হাদীস পাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যে মুজাদ্দিদের সুসংবাদ দিয়াছেন, সেই মহান মুজাদ্দিদ হওয়া খুব সহজ কথা নয়। যিনি মুর্দা সুন্নাতকে জীবিত করিবেন, সমস্ত প্রকার বিদয়াতকে দুরিভূত করিবেন, কলম ও জবানের মাধ্যমে দ্বীনের দুশমনদের পরাস্ত করিবেন, বাতিলের চিত্রকে উলোঙ্গ করিয়া দিবেন, হক্বের সরূপ সবার সামনে সূর্যের ন্যায় করিয়া দেখাইয়া দিবেন, অনৈসলামিক সমস্ত প্রকার আচরন থেকে ইসলামকে পবিত্র করিয়া নতুনভাবে সাজাইয়া দিবেন; সেই সঙ্গে তাহার ইল্ম, আমল ও দ্বীনি খিদমাতের খ্যাতি সর্বত্রে ছাড়ইয়া পড়িবে তিনিই হইবেন মুজাদ্দিদ। অতএব, যে আলেম কোন শতাব্দির শেষ যুগ না পাইয়াছেন অথবা পাইয়াছেন কিন্তু দ্বিনী খিদমাতের দিক দিয়া খ্যাতিলাভ করিতে পারেন নাই তাহার নাম মুজাদ্দিদের তালিকা ভুক্ত হইবে না। এ পর্যন্ত উলামায় ইসলাম মুজাদ্দিদের যে তালিকাটি প্রদান করিয়াছেন তাহাতে দেখা যাইতেছে প্রথম শতাব্দির মুজাদ্দিদ হজরত উমার ইবনো আব্দুল আজীজ আলাইহির রহমাহ এবং বর্তমান শতাব্দির মুজাদ্দিদ মুফতীয়ে আ'জমে হিন্দ হজরত আল্লামা মুস্তফা রেজা খান বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহি। প্রকাশ থাকে যে, উলামায় ইসলামের প্রদান করা মুজাদ্দিদের তালিকায় কোন বাঙ্গালীর নাম নাই।

অল্প কিছু দিন হইতে এক নতুন ফিৎনার সুত্রপাত হইয়াছে যে, পশ্চিম বাংলায় কয়েক জন মাওলানা মৌলবীর নামে মুজাদ্দিদ লেখা হইতেছে। যেমন মুর্শিদাবাদের ওড়াহারের পীর আলীমুদ্দিন সাহেবকে সুবিখ্যাত মুজাদ্দিদ ও বীরভুমের সিউড়ীর পীর খলীলুর রহমান সাহেব কে মুজাদ্দিদে জামানা বলিয়া প্রচার করা হইতেছে। অনুরূপ উত্তর চব্বিশ পরগনার বশীর হাটের রূহুল আমীন সাহেবকে নাকী মুজাদ্দিদ বলিয়া লেখা হইয়াছে। এই লেখা কিন্তু আমি স্বচক্ষে দেখি নাই। বশীর হাট এলাকায় এক জলসাতে উপস্থিত হইলে সেখানকার ফুরফুরা পন্থী কয়েকজন আলেম আমাকে বলিয়াছেন এবং তাহারা আরো বলিয়াছেন-যে, ইহার বিরোধীতা করতঃ ফুরফুরা থেকে পুস্তক লেখা হইয়াছে।

তবে একথা অতি সত্য যে, যাহাদের নামে মুজাদ্দিদ লেখা হইতেছে তাহারা জীবনে কোন দিন নিজেদের সম্পর্কে না মুজাদ্দিদ শব্দটি শুনিয়া গিয়াছেন, না ভবিষ্যতে তাহাদিগকে মুজাদ্দিদ বলিয়া প্রচার করা হইবে বলিয়া আশা করিয়া গিয়াছেন। কেবল তাহাদের দরবারের অযোগ্য খাদেমরা একটি ফিৎনার দ্বার উন্মুক্ত করিতেছেন মাত্র। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বের কথা বলিতেছি, বাংলা দেশের বগুড়া জেলার দেওয়ান মোহাম্মাদ নামে এক পীর সাহেবের যাতায়াত ছিল মুর্শিদাবাদে। হঠাৎ একটি বিজ্ঞাপনে দেখিলাম মুজাদ্দিদে জামান পীর দেওয়ান মোহাম্মাদ সাহেব। আমি বিজ্ঞাপনটি লইয়া জালসা কমিটির সহিত যোগাযোগ করিলাম। তাহারা বলিলেন-আমরা জানি না। পীর সাহেবের ছেলে বিজ্ঞাপন লিখিয়া দিয়াছেন। আমি বিজ্ঞাপনটি লইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম। আমি বলিলাম–মুজাদ্দিদ সম্পর্কে হাদীস পাকে কি বলা হইয়াছে? তিনি অনেক এদিক সেদিক করিবার পর ধরা দিলেন যে, হাদীস পাকে কি বলা হইয়াছে তাহা তাহার জানা নাই। তবে আমার নিকট থেকে হাদীসটি ও মুজাদ্দিদের সংজ্ঞাটি শুনিবার পর বলিলেন-আমার আব্বা কি সংস্কারের কাজ করিতেছেন না ? তিনি তো বহু মানুষকে হিদায়েত করিতেছেন। আমি বলিলাম-আপনার আব্বার মত পীর সাহেব মুর্শিদাবাদের প্রায় পাড়ায় পাড়ায় ঘোরাঘুরি করিয়া থাকেন। সবাই যদি মুজাদ্দিদ হইয়া যায়, তাহা হইলে হুজুর পাকের হাদীসের অর্থ কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে ? আমাদের ইণ্ডিয়ায় এমন শত শত আলেম পীর মুর্শিদ রহিয়াছেন যাহারা দুনিয়ার কোণায় কোণায় দ্বীনের দাওয়াত দিয়া হাজার হাজার মানুষকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রকৃত মানুষ বানাইতেছেন। তাহাদের খিদমত আপনার আব্বার থেকে বহুগুণে বেশী। কিন্তু না তাহারা নিজদিগকে মুজাদ্দিদ বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন, না কেহ তাহাদের মুজাদ্দিদ বলিয়া থাকেন। আপনি অবিলম্বে মুজাদ্দিদ শব্দ বাতিল করুন। অন্যথায় আমি বিজ্ঞাপন করিয়া দিব। শেষ পর্যন্ত আমি বিজ্ঞাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম–'বগুড়ার পীর মুজাদ্দিদ-নহেন'।

সৌজন্য মূলক যদি কোন দরবার থেকে কাহার নামে পীর, দরেবেশ ইত্যাদি উপাধী লাগাইয়া থাকে, তাহাতে কাহারো আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু মুজাদ্দিদ বলিয়া আখ্যায়িত করিলে অবশ্যই আপত্তি হইবে। কারণ, মুজাদ্দিদ হইবার বিষয়টি সম্পূর্ণ সতন্ত্র। আল্লাহ তায়ালা যাহার দ্বারায় যুগের ধারাকে পরিবর্ত্তন করতঃ ইসলামকে নতুন জীবন দান করিবেন, যাহার ইসলামী খিদমত দুনিয়াতে পূর্ণমাত্রায় একশত বৎসর বিরাজ করিবে। যুগের জবরদস্ত মুফতী, মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণ যাহার দ্বিনী খিদমাতের কাছে নতি স্বীকার করিবেন এবং যাহার দ্বিনী খিদমতকে সবাই সাদরে গ্রহণ করতঃ শত মুখে প্রশংসা করিতে বাধ্য হইবেন তাহা বুঝিবার মত বোধ সাধারণ মানুষের মধ্যে নাই। কিন্তু বর্তমানে কিছু মৌলবীও নির্বোধের মত কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহারা যাহাদিগকে মুজাদ্দিদে জামানা ও সুবিখ্যাত মুজাদ্দিদ বলিয়া প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন তাহারা মুজাদ্দিদ তো দুরের কথা বঙ্গের বিশিষ্ট মৌলবী মাওলানা ছিলেন না। ভারতের বিশিষ্ট উলামায় কিরাম তো দুরের কথা, পশ্চিম বাংলার বিশিষ্ট উলামায় কিরাম তাহাদের চিনিতেন না। তাহারা কেবল মাত্র জেলা ভিত্তিক পীর মুর্শিদ ছিলেন। এই নির্বোধ মৌলবীরা নিজেদের পীর ও দাদা পীরকে মুজাদ্দিদ বানাইয়া নিজেদের নামে খুব ঘটা করিয়া 'মুজাদ্দেদী' লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। জানিনা হয়তো কোন দিন 'দ' এর 'ী' পড়িয়া গিয়া ইহারা নিজেরাই মুজাদ্দিদ হইয়া যাইবেন–লা হাউলা অলা কুওয়াত ইল্লা বিল্লাহ।

শারয়ী কাউন্সিল অফ্ ইণ্ডিয়া

ভারতের বর্তমান মুফতীয়ে আ'যম তাজুশ্ শরীয়ত আল্লামা আখতার রেজা খান সাহেব কিবলা বেরেলী শরীফে 'শারয়ী কাউন্সিল অফ্ ইণ্ডিয়া' কায়েম করিয়াছেন। এই কাউন্সিলের মাধ্যমে বেরেলবী শরীফে প্রথম ২০০৪ সালে সেপ্টেম্বর মাসের ২/৩ তারিখে দুই দিনের একটি সেমিনার হইয়া গিয়াছে। এই সেমিনারে চারটি বিষয়ের উপর আলোচনা হইয়াছে–(ক) নামাজে মাইক ব্যবহার (খ) তারাবী নামাজের বেতন (গ) সফরের অবস্থায় এক সঙ্গে দুই অয়াক্ত নামাজ আদায় (ঘ) এক সঙ্গে তিন তালাক।

এই সেমিনারে যে সমস্ত বড় বড় আলেম অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল–(১) মুহাদ্দিসে কাবীর আল্লামা জিয়াউল মুস্তফা কাদেরী–আযমগড় (২) আল্লামা আশেকুর রহমান হাবিবী–ইলাহাবাদ (৩) মুফতী কাজী মোহাম্মাদ আব্দুর রহীম–বেরেলী শরীফ (৪) খাজা মুজাফ্‌ফর হুসাইন রেজবী–ফায়জাবাদ (৫) মুফতী আইউব নাঈমী–মুরাদাবাদ (৬) মুফতী শাবীর হাসান রেজবী (৭) মুফতী মোহাম্মাদ মুজাফ্‌ফার হুসাইন রেজবী–পূর্ণিয়া (৮) মাওলানা আখতার হুসাইন সাহেব (৯) মুফতী কুদরতুল্লাহ রেজবী (১০) মুফতী মোহাম্মাদ আবরার আহমাদ আমজাদী–বস্তী (১১) আল্লামা নাজিম আলী মিসবাহী–মুবারকপুর (১২) আল্লামা মি'রাজুল কাদেরী মিসবাহী–মুবারকপুর (১৩) আল্লামা জামালে মুস্তফা আমজাদী মুবারকপুর (১৪) মাওলানা নাফীস আলাম মিসবাহী–মুবারকপুর (১৫) কাজী ফজলে আহমাদ মিসবাহী-বেনারস (১৬) মাওলানা রহমা তুল্লহি (১৭) মাওলানা আলে মুস্তফা মিসবাহী–আযমগড় (১৮) মাওলানা আবুল হাসান কাদেরী–আজমগড় (১৯) মুফতী মুজাফ্‌ফর হুসাইন বেরেলী (২০) মাওলানা নাজেম

pdf By Syed Mostafa Sakib

আলী-বেরেলী (২১) মোহাম্মাদ হাবী রেজা বেরেলী (২২) মোহাম্মাদ ইউনুসরেজা-বেরেলী (২৩) মাওলানা নশতার ফারুকী-বেরেলী (২৪) মাওলানা শুয়াইব রেজা-দিল্লী (২৫) কাজী শহীদ আলাম-বেরেলী (২৬) মাওলানা মোহাম্মাদ হানীফ রেজবী-বেরেলী (২৮) মুফতী সগীর আখতার-বেরেলী (২৯) মাওলনা সালামান রেজা-বেরেলী (৩০) মাওলানা মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ-উড়িষা (৩১) মুফতী জামীল আহমাদ-বেরেলী (৩২) মুফতী বাহাউল মুস্তাফা-আজমগড় (৩৩) মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ রেজবী-বেরেলী (৩৪) হজরত আল্লামা মুবাশশির রেজা-বিহার (৩৫) মাওলানা শাকীল আহমাদ-বেরেলী। যে সমস্ত উলামায় কিরামগণের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে তাহারা প্রত্যেকেই ভারতের বিভিন্ন দারুল ইফতা-ফতওয়া বিভাগ ও বড় বড় মাদ্রাসায় কাজ করিয়া থাকেন। ভারতের কয়েকজন বিখ্যাত আলেম সেমিনারে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, কিন্তু আলোচ্য বিষয়ের উপর তাহাদের লেখা আসিয়াছিল। যথা-মুফতী শফীআহমাদ-ইলাহাবাদ, মুফতী নিজামুদ্দীন-মুবারকপুর, মুফতী ওলী মোহাম্মাদ-নাগুর, মুফতী শের মোহাম্মাদ-যোধপুর, আল্লামা আলামগীর-যোধপুর।

সেমিনারের প্রথম দিন প্রথম বৈঠক সকাল সাড়ে আট ঘটিকা থেকে বেলা দুই ঘটিকা পর্যন্ত চলিতে থাকে। এই বৈঠকের সভাপতিত্ব করিয়া ছিলেন বেরেলী শরীফের শায়খুল হাদীস আল্লামা তাহসীন রেজী খান সাহেব কিবলা এবং ব্যবস্থাপনায় ছিলেন মুফতী মতিউর রহমান সাহেব কিবলা। সভার প্রাথমিক ভাষণ দিয়াছিলেন মাওলানা আসজাদ রেজা খান।

সেমিনারের দ্বিতীয় বৈঠক মাগরিবের নামাজের পর থেকে রাত সাড়ে দশ ঘটিকা পর্যন্ত চলিতে থাকে। সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন আল্লামা আশেকুর রহমান সাহেব কিবলা-এলাহাবাদ এবং ব্যবস্থাপনায় ছিলেন মুহাদ্দিসে কাবীর আল্লামা জিয়াউল মুস্তফা সাহেব কিবলা।

দ্বিতীয় দিনে প্রথম বৈঠক সকাল সাড়ে আট ঘটিকা থেকে বেলা দুই ঘটিকা পর্যন্ত চলিতে থাকে। এই বৈঠকের সভাপতি ছিলেন মুহাদ্দিসে কাবীর আল্লামা জিয়াউল মুস্তফা সাহেব কিবলা-আজমগড় এবং ব্যবস্থাপনায় ছিলেন মুফতী মতীউর রহামন সাহেব কিবলা-পূর্ণিয়া।

দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় বৈঠক মাগরিবের নামাজের পর থেকে রাত সাড়ে দশ ঘটিকা পর্যন্ত চলিতে থাকে। সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন মুফতীয়ে আজম আল্লামা আখতার রেজা খান আজহারী সাহেব কিবলা এবং ব্যবস্থাপনায় ছিলেন মুহাদ্দিসে কাবীর আল্লামা জিয়াউল মুস্তফা কাদেরী সাহেব কিবলা। প্রকাশ থাকে যে, দুই দিনের সেমিনারের সমস্ত বৈঠকের সভাপতিত্ব করিয়া ছিলেন আলীগড় বিশ্ব বিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচর্য ডক্টর সাইয়েদ মোহাম্মাদ আমীন কাদেরী-মারহারা শরীফ।

কউন্‌সিলের ফায়লাসা

১। নামাজে মাইক ব্যবহার সম্পর্কে (ক) মাইকের আওয়াজ বক্তার আসল আওয়াজ নায় । এই কারণে কেবল মাইকের শব্দ শুনিয়া ইকতেদা করা হানাফীদের জন্য জায়েজ নয়। (খ) যেখানে মানুষ মাইক ব্যবহার করার জন্য জোর করিবে সেখানে মুকাব্বিরের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং মুক্তাদীগণকে ভাল করিয়া মসলা বলিয়া দিতে হইবে যে, মাইকের আওয়াজে ইক্তেদা করিবে না, বরং মুকাব্বিরের আওয়াজে ইক্তেদা করিবে। গ) মুকাব্বিরগণকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, তাহারা যেন কোন সময়ে মাইকের আওয়াজে ইক্তেদা না করে ঘ) যেখানে মুকাব্বির বানাইবার কোন সুযোগ না থাকিবে সেখানে সবাইকে ভাল করিয়া মসলা বলিয়া দিতে হইবে। ইমামতী ত্যাগ করিতে হইবে না।

২। তারাবীর বেতন সম্পর্কে-(ক) আসল

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাযহাব অনুযায়ী তারাবীর নামাজে কুরয়ান শরীফ তিলাওয়াত করিবার জন্য হাফিজের জন্য পারিশ্রমিক নেওয়া ও দেওয়া দুই হারাম, চাই পারিশ্রমিক প্রকাশ থাক অথবা অপ্রকাশ। অবশ্য জায়েজের জন্য একটি রাস্তা করিয়া নিতে হইবে যে, তারাবীহ এর জন্য যে হাফিজ থাকিবেন এবং যাহারা রাখিবেন তাহার একটি নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট বেতনের উপর মজদুর হিসাবে রাখিতে ও থাকিতে ইহবে। যথা–এই প্রকার বলিবে–রাত সাতটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত এত দিনের জন্য পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে আপনাকে মজদুর হিসাবে রাখিলাম। হাফেজ সাহেব বলিবেন–আমি কবুল করিলাম। হাফিজের দ্বারায় তারাবীহ পড়াইবার পর নির্দিষ্ট বেতন তাহাকে দিয়া দিবে। ইহার পর কোন মানুষ যদি তাহাকে নজরানা দিতে চায়, তাহা দিতে পারিবে। ইহাতে কোন দোষ নাই বরং সওয়ার রহিয়াছে। (খ) মসজিদের নির্দিষ্ট ইমামাকেও ঈশার ফরজ নামাজের পর, যথা–নয় ঘটিকা থেকে দশ ঘটিকা পর্যন্ত মজদুর হিসাবে নিদৃষ্ট করিয়া নিতে হইবে। তবে তাহার দ্বারায় তারবীহ পড়াইলে জায়েজ হইবে। এইবার এই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত পয়সা নেওয়া ইমামের জন্য জায়েজ হইবে। এই হুকুম কেবল হাফেজের জন্য নয়, বরং লোকমা দেওয়ার জন্য যাহাকে রাখা হইবে তাহারও জন্য।

৩। একসঙ্গে তিন তালাক সম্পর্কে–ভারতে প্রতি শতকে আশিজন সুন্নী হানিফী মুসলমানের প্রতিনিধি হিসাবে বেরেলী শরীফের 'শারয়ী কাউন্সিল' ইলো ফিকার উপর যে বৈঠক কিরিয়াছেন তাহাতে সর্ব সম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তাহা তিন তালাকই হইয়া যাইবে। ইহা সহী হাদীস থেকে প্রমাণিত। ইহার উপর হজরত উমার ফারূক রাদী আল্লাহু আনহুর যুগে সাহাবায় কিরাম দিগের উজমা হইয়াছে। সেই যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত মুসলমান একমত হইয়া উহার উপর আমল করিতেছেন। মুসলিম পার্সনাল 'ল' বোর্ডের অধিকার নাই যে, এই ইজমায়ী–সর্বস্বীকৃত মসলাতে কোন প্রকার পরিবর্তন করিতে পারে। অনুরূপ এই পার্সনাল 'ল' বোর্ড মুসলমানদের প্রতিনিধি নয়।

৪। চতুর্থ মসলার ব্যাপারে মুলতবী রাখা হইয়াছে। আগামী সেমিনারে ফায়সালা হইবে। (সংগৃহীত দি ইণ্ডিয়ান মুসলিম টাউমজ-পৃষ্ঠা ৭-১লা অক্টোবর,২০০৪)

এক সঙ্গে তিন তালাক

তালাক সম্পর্কে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন–আল্লাহ তায়ালার নিকট তালাক হইল সব চাইতে নিকৃষ্টতম হালাল। (ইবনো মাজা) এই কারণে খুব সহজে তালাকের মত হালালের ধারে কাছে যাওয়া উচিত নয়। একেবারে নিরূপায় অবস্থায় পৌঁছিয়া তালাক দিতে বাধ্য হইলেও এক সঙ্গে তিন তালাক দেওয়া কখনই উচিত নয়। যথা নিয়মে তালাক দিলে সওয়াব পাওয়া যায়। আবার অনিয়ম তালাক দিলে গোনাহ্‌গার হইতে হয়। যদি কেহ তালাক দিতে বাধ্য হইয়া যায়, তাহা হইলে স্ত্রীর পবিত্র অবস্থায় তাহার সহিত সহবাস না করিয়া কেবলমাত্র এক তালাক দিবে। স্ত্রী মাসিকের পর পবিত্র হইলে বিনা সহবাসে দ্বিতীয় তালাক দিবে। আবার মাসিকের পর পবিত্র হইলে বিনা সহবাসে তৃতীয় তালাক দিবে। ইহা হইল তালাকের সুন্নাত তরীকা। এই প্রকারের তালাকে সওয়াব পাওয়া যায়। কারণ, এই প্রকার তালাকে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ভূল বোঝাবুঝির সুযোগ পাওয়া যায়। আর যদি কেহ একসঙ্গে তিন তালাক দিয়া দেয়, তাহ হইলে সে গোনাহগার হইয়া যাইবে। কারণ, এই প্রকার তালাককে কেহ বুঝিবার সুযোগ পায় না। তিন তালাকের পর অনেক সময় উভয়েই অশান্তির যন্ত্রনা ভোগ করিয়া থাকে। এই জন্য প্রত্যেকের উচিত, আল্লাহ তায়ালা না করেন যদি তালাক দিতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাধ্য হইয়া যায়, তাহা হইলে সুন্নাত তরীকায় তালাক দিবে। প্রকাশ থাকে যে, এক তালাক অথবা দুই তালাকের পর তিনটি মাসিক পূর্ণ হইবার পূর্ব পর্যন্ত স্ত্রীকে ফেরৎ নেওয়া যায়। কিন্তু তিন তালাকের পরে আর নয়।

উপরের আলোচনা থেকে জানা গেল যে, একসঙ্গে তিন তালাক দেওয়া গোনাহের কাজে। কিন্তু তিন তালাকই হইয়া যাইবে। একসঙ্গে তিন তালাক যদি তিন তালাকে গণ্য না হইত, তাহা হইলে তালাক দাতা নিশ্চয় গোনাহ্‌গার হইত না। এ বিষয়ে চার মাযহাবের ইমামগণ একমত। ইমামগণের এক মত হইবার কারণ হইল যে, ইহা কুরয়ান ও সহী হাদীস সম্মত। যথা—

(১) সূরাহ বাকারার মধ্যে যেখানে তালাক দেওয়ার বিধান বলা হইয়াছে সেখানে ইহা বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি বিধান বিরোধী কাজ করিবে (এক সঙ্গে তিন তালাক দিবে) সে যালেম। যদি তিন তালাক একসঙ্গে গণ্য না হইত, তাহা হইলে তাহাকে যালেম বলা হইত না।

(২) হরজত আমির শা'বী ফাতিয়া বিনতে কায়েসকে তাহার তালাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছেন—আমার স্বামী ইয়ামান যাইবার সময় আমাকে তিন তালাক দিয়াছেন। সুতরাং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাহাও জায়েজ করিয়াছেন। (ইবনো মাজা)

(৩) জনৈক ব্যক্তি হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু অনিহুকে বলিয়াছিলেন—আমি আমার স্ত্রীকে এক হাজার তালাক দিয়াছি। তিনি বলিলেন—তুমি তিন তালাক গ্রহণ করো এবং নয় শত সাতানব্বইটি তালাক ছাড়িয়া দাও। (বায়হাকী) প্রকাশ থাকে যে, এক হাজার তালাক এক হাজার মাস ধরিয়া দিয়াছিলেন না। এই প্রকার হাদীস বহু রহিয়াছে। ইসলামের অপব্যাখ্যাকারী ইবনো তাইমিয়া তিন তালাককে এক তালাক বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন। এই জন্য উলামায় উসলাম তাহাকে গোমরাহ ও গোমরাহকারী বলিয়া ফতওয়া দিয়াছেন। (সাবী শরীফ) বর্তমানে আরাম প্রিয় সুযোগ সন্ধানী লা মাযহাবী সম্প্রদায় গোমরাহ ইবনো তাইমিয়ার গোমরাহী ফতওয়াকে বাস্তবায়িত করিবার জন্য জোর দিয়াছে। সুন্নী মুসলমান! খুব সাবধান, গোমরাহ ওহাবী সম্প্রদায়ের কথায় কর্ণপাত করিয়া আখিরাতকে বর্বাদ করিবেন না।

)=:=:=:=:=:=:=:=:=:(

মুনাজিরে আজম অসুস্থ

বাংলা ও বিহারের মুনাজিরে আ'জম আল্লামা জহুর আলাম রেজবী সাহেব কিবলা প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া অবিরাম দ্বীনের কাজ করিয়া আসিতেছেন। ছোট বড় শতাধিক মুনাজারাতে অংশগ্রহণ করিয়াছেন। সুদক্ষ শিকারীকে দেখিলে যেমন জন্তু জানোয়ারের মধ্যে চঞ্চলতা চলিয়া আসে তেমনই তিনি যেখানে উপস্থিত হইতেন সেখানকার ওহাবী দেওবন্দীদের অবস্থা হইত। তিনি শত শত স্থানে ওহাবী দেওবন্দীদের জড় সমূলে নির্মূল করিয়া সুন্নীয়াতের বীজ বপন করিয়াছেন। তাঁহার দ্বারায় বহু লামাযহাবী হানাফী হইয়া গিয়াছে। তিনি ছোট বড় বহু মাকতাব মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি শত শত আলেম উলামার উস্তাদ। তিনি প্রায় পয়ঁতাল্লিশ বৎসর থেকে মুর্শিদাবাদের বুকে থাকিয়া দ্বীনের কাজ করিতেছেন। এই জন্য উত্তর বঙ্গের সমস্ত জেলাগুলি তাঁহার নজরের সামনে থাকিবার কারণে এই জেলাগুলিতে আহলে সুন্নাতের ছোট বড় শতাধিক মাদ্রাসা কায়েম হইয়া গিয়াছে। মুর্শিদাবাদ ও মালদায় অনেকগুলি মাদ্রাসায় বোখারী শরীফ পর্যন্ত পড়াইবার ব্যবস্থা রহয়াছে। তিনি দীর্ঘ দিন থেকে 'জামেয়া গওসিয়া রেজবীয়া'র শায়খুল হাদীস হইয়া বোখারী শরীফ পড়াইতেছেন। মুনাজির সাহেব মুফতীয়ে আজমে হিন্দ হজরত আল্লামা মুস্তফা রেজা খান বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহির পবিত্র হাতে বায়েত। বর্তমানে প্রায় সত্তর বৎসরের এই বুজর্গ অসুস্থ অবস্থায় রহিয়াছেন। সমস্ত সুন্নী ভাইদের নিকট দ্বীনের এই খালেস খাদেমের জন্য দুয়া করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাংলায় 'ফায়যানে সুন্নাত'

'তাবলিগী নেসাব' নামে তবিলিগী জামায়াতের যে কিতাবটি প্রায় মসজিদে ঢুকিয়া গিয়াছে। বর্তমানে এই কিতাবখানার নাম পরিবর্তন করতঃ 'ফাজায়েলে আমল' নাম দিয়াছে। উদ্দেশ্য হইল–সুন্নী মুসলমানেরা যাহাতে তাবলিগী জামায়াতের বই বলিয়া বুঝিতে না পারেন। সুন্নী মুসলমান ! খুব সাবধান ! তাবলিগী নেসাব বা ফাজায়েলে আমল কিতাবখানা ভুলিয়াও কিনিবেন না। যদি আপনাদের মসজিদে থাকে, তবে আউট করিয়া দিন। আল্ হামদু লিল্লাহ ! আহলে সুন্নাতের আমলের সেই বিরাট কিতাব 'ফায়যানে সুন্নত' যাহা এতদিন পর্যন্ত উর্দু ভাষায় ছিল আজ তাহা বাংলায় অনুবাদ হইয়া গিয়াছে। এই কিতাবখানা আপনার বাড়ীতে রাখিবার চেষ্টা করুন। বাড়ীর পরিবেশ পরিবর্তন হইবে। আপনার মধ্যে ইসলামী জীবন চলিয়া আসিবে। কিতাব খানা মসজিদে অবশ্যই রাখিবেন। যে কোন নামাজের পর সবাই বসিয়া কিছুক্ষণ কিতাবখানা পাঠ করিয়া শোনাইয়া দিন। আরম্ভ করিবার পূর্বে কয়েকবার উচ্চাস্বরে দরূদ শরীফ পাঠ করিবেন। শেষে দাঁড়াইয়া সালাম পাঠ করিয়া নিন। তার পর দুয়া করতঃ একে অন্যের হাতে হাত মিলাইয়া চলিয়া যান। কিতাবখানা কলিকাতা, ৩৮ বর্মন ষ্ট্রীস-ইসলামিয়া লাইব্রেরীতে পাইবেন। উত্তরবঙ্গে যে কোন সুন্নী লাইব্রেরীতে পাইবেন।

)=ঃ=ঃ=ঃ=ঃ=ঃ=ঃ=ঃ=ঃ=ঃ=ঃ(

বাংলায় 'জান্নাতীজেওর'

আশরাফ আলী থানুবীর 'বেহেশতী জেওর' নয়। আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আ'জমী রহমা তুল্লাহি আলাইহির 'জান্নাতী জেওর'। বেহশতী জেওর দেওবন্দীদের কিতাব। সুন্নীদের কিতাব 'জান্নাতী জেওর'। উলামায় ইসলাম সাধারণ মানুষের জন্য বেহশেতী জেওর' পড়া হারাম বলিয়াছেন। কারণ, উহাতে গোমরাহী রহিয়াছে। যেহেতু আপনি একজন সুন্নী মুসলমান। মীলাদ, কিয়াম, উরূস, ফাতিহা করা এবং আউলিয়ায় কিরামদিগের মাযারে হাজির হওয়াই আপনার কাজ। এই জিনিষগুলি আপনি 'জান্নাতী জেওর' এর মধ্যে পাইবেন। এই কিতাবখানা এতদিন পর্যন্ত উর্দ্ধভাষায় ছিল। সম্পাদকের কলমে কিতাবটির দ্বিতীয় খণ্ড কয়েক বৎসর পূর্বে বাংলায় প্রকাশ হইয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে সম্পূর্ণ কিতাবটি ছাপার কাজ চলিতেছে। অল্পদিনের মধ্যে কলিকাতায় ইসলামিয়া লাইব্রেরীতে পাইবেন।

মাদ্রাসা কে, আর, মাযহারে ইসলাম

দক্ষিণবঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্তর্গত মাদ্রাসা 'কাদেরীয়া রেজবীয়া মাযহারে ইসলাম, আহলে সুন্নাতের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। হাওড়া, হুগলী ও উত্তর ২৪ পরগানার ছাত্র অগ্রগন্য। এখানে মাত্র ৩/৪ বৎসর পড়াশুনা করাইবার পর ভারতের বিভিন্ন বড় বড় মাদ্রাসায় পাঠানো হইয়া থাকে। যেমন বেরেলী শরীফের মান্‌যারে ইসলাম, কেরালার সাকাফাতুস সুন্নীয়া, মুবারকপুরের জামেয়ায় আশরাফীয়া ইত্যাদি। এই মাদ্রাসগুলিতে ভারতের বাহির থেকে ছাত্ররা আসিয়া পড়াশুনা করিয়া থাকে। মাদ্রাসা মাযহারে ইসলামে ছাত্র ভর্ত্তি করিতে হইলে সম্পাদকের সহিত যোগাযোগ করুণ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কোরআনের আলোকে নামাজ

মোহাম্মাদ ওরফে ইমরাণ উদ্দীণ রেজবী
ইসলামপুর-কলেজরোড

বর্তমান সমাজে নামাজের প্রতি চরম অলসতা দেখা যাইতেছে, বেশীর ভাগ মানুষ নামাজ ছাড়িয়া বসিয়াছে। মানুষের মন থেকে দিনের পর দিন নামাজের মর্যাদা শেষ হইতে চলিয়াছে। নামাজের গুরুত্বকে ভুলিতে বসিয়াছে। তাই কোরআন মাজীদ থেকে কিছু আয়াতে কারীমা পেশ করিতেছি, যাহা থেকে নামাজের গুরুত্ব, মাহত্ব, প্রয়োজনীয়তা, ও তার প্রতিদান সমূহ উপলব্ধি করা যাইবে। আরো জানিতে পারা যাইবে যে, নামাজ না পড়িলে তার বিপর্যয়, আজাব গজব সম্পর্কে। এখানে যে সমস্ত আয়াতে কারীমার অনুবাদ পরিবেশন করিবো তাহা ঈমাম আহমাদ রেজা রহমা তুল্লাহি আলাইহির বিশ্ব বিখ্যাত কোরআনের অনুবাদ কানযুল ঈমান হইতে সংগৃহীত।

নামাজ অপরিহার্য ফরজ

নামাজ কায়েম রাখো ও জাকাত প্রদান করো। (পরা ১, সুরাবাক্বারা আয়াত ৮৩)

নামাজ আজীবন ফরজ

যারা আপন নামাজ সমূহের পাবন্দ থাকে। (পারা ২৯-, সুরা মারিজ-২৩)

নামাজ নির্দিষ্ট সময়ে ফরজ

নিঃ সন্দেহে নামাজ মুসলমানদের জন্য সময় নির্দ্ধরিত ফরজ (পরা-৫, সুরানিসা-১০৩)

কেবল আল্লার স্বরণে নামাজ প্রতিষ্ঠিত করো

নিশ্চয় আমিই হলাম আল্লাহ, আমি ব্যতিত অন্য কোন উপাস্য নাই, সুতারাং তুমি আমার বন্দেগী করো এবং আমার স্মরণার্থে নামাজ কায়েম রাখে। (পারা-১৬, সুরাতোহা-১৪)

অপবিত্র ও নেশাগ্রস্থ অবস্থায় নামাজ থেকে বিরত থাকো

হে ঈমানদার গণ নেশাগ্রস্থ অবস্থায় নামাজের নিকটে যেওনা, যতক্ষন পর্যন্ত এতটুকু হুশ না হয় যে, যা–বলো বুঝতে না পারো ; এবং অপবিত্র অবস্থায় গোসল ব্যতিরেখে। (পারা-৬, সূরা নিসা-৪৩)

নামাজের জন্য পবিত্র হওয়া শর্ত

আর যদি গোসল করার প্রয়োজন হয় তবে বিশেষ ভাবে পবিত্র হও। (পরা ৬ সুরা-মায়েদাহ-৬)

নামাজের জন্য অজুর নির্দেশ

হে ঈমানদারগণ ; যখন তোমরা নামাজের জন্য দাঁড়াতে চাও তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ধৌত করো, এবং কুনুই পর্যন্ত হাত এবং মাথা মসাহ করে এবং পায়ের গিট পর্যন্ত ধৌত করো। (পারা ৬, সুরা মায়েদাহ-৬)

নামাজের জন্য হৃদয়ের পবিত্রতা আবশ্যক

নিশ্চয় লক্ষ্য বস্তু পর্যন্ত পৌঁচেছে, যে পবিত্র হয়েছে, এবং স্বীয় প্রতিপালকের নাম নিয়ে নামাজ পড়েছে। (পারা-৩০, সুরা আলা-১৪-১৫)

যত্ন সহকারে নামাজ সমাধা করো

ঐ সবলোক যারা নিজ-নিজ নামাজ সমুহের প্রতি যত্নবান হয় (পাবা-১৮, সুরা মুমেনন-৯)

নিয়মিত নামাজ পড়ো

সজাগ দৃষ্টি রাখে সমস্ত নামাজের প্রি এবং মধ্যবর্ত্তী নামাজের প্রতি ।(পারা ১৮, সুরা মুমেনুন-৯)

নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করো

যারা রুকু করে তাদের সঙ্গে রুকু করো। (পারা-১, সুরা বাক্কারা-৪৩)

নামাজে আদবের সহিত দাঁড়ানো

আর দণ্ডয়মান হও আল্লার সম্মুখে আদব সহকারে। (পারা-২, সুরা বাক্কারা-১৩৮)

নামাজে কোরআন পাঠের পদ্ধতি

কোনআন খুব থেমে-থেমে পাঠ করুন। (পারা-২৯, সুরা মুযযাম্মিল-৪)

নামাজ সাফল্যের চাবি কাঠি

নিশ্চয় সফল কাম হয়েছে ঈমানদার গণ ; যারা নিজেদের নামাজের মধ্যে বিনিত নম্র হয়(পারা১৮, সুরা মুমেনুন–১)

নামাজ কুকর্ম থেকে বিরত রাখে

এবং নামাজ কায়েম করুন ! নিশ্চয় নামাজ অশ্লীল ও ঘৃনিত কাজ থেকে বিরত রাখে এবং নিশ্চয় আল্লার স্মরণ সর্বাপেক্ষা বড়। (পারা-২০ ; সুরা আনকাবুত-৪৫)

নামাজ অসতকর্মকে পরিস্কার করে

এবং নামাজ প্রতিষ্ঠিত রাখো দিনের দুই প্রান্তে

pdf By Syed Mostafa Sakib

এবং রাতের কিছু অংশে। নিশ্চয় সত কর্মসমূহ অসত কর্মসমুহকে মিটিয়ে দেয়। এটা উপদেশ মান্যকারিদের জন্য। (পারা-১২, সুরা হুদ, ১১৪)

নামাজী জান্নাতের অধিকারী

এবং ঐসবলোক যারা নিজ নিজ নামাজ সমুহের প্রতি যত্নবান হয়, এ সবলোকই উত্তরাধিকারি, যে তারা (জান্নাতুল)ফিরদাউসের উত্তরাধিকারি পাবে, তারা তাতে চিরস্থাই হয়ে থাকবে। (পারা ১৮, সুরা মুমেনূন-৯, ১০, ১১)

আলস ও রিয়াকার নামাজীর প্রতি অভিশাপ

সুতরাং ঐ নামাজিদের জন্য অনিষ্ঠ রয়েছে, যারা আপন নামাজ থেকে ভুলে বসেছে, ঐ ব্যক্তি যারা লোক দেখানো (ইবাদাত) করে। (পারা-৩০, সুবা মাউন)

বেনামাজীরা জাহান্নাম থেকে বলিবে

জান্নাত সমুহের মধ্যে জিজ্ঞাসা করে, অপরাধীদেরকে তোমাদের কিসে দোজখে নিয়ে গেছে? তারা বলবে আমরা (পৃথিবীতে) নামাজ পড়তাম না ; এবং মিসনিকদের আহার দিতাম না। (পারা-২৯-সুরা মুদাসসির ৪০-৪৪)

জাহান্নামের নিকৃষ্টতম স্থানে বেনামাজী

অতঃপর তাদের পর তাদের স্থলে ঐ অপদার্থ উত্তরাধিকারিগণ আসলে যারা নামাজ সমুহ নষ্ট করেছে এবং নিজেদের কুপ্রবৃত্তিগুলোর অনুসরণ করেছে সুতরাং অনতিবিলম্বে তারা দেজোখের মধ্যে 'গ্যার' এর জঙ্গল পাবে (পারা-১৯, সুরা মরয়াম-৬৯)

ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব

মাওলানা নুরুল আরেফীন রেজবী, বর্ধমান

অনেক মানুষের মনের মধ্যে এক প্রশ্ন জটিলতার সৃষ্টি করে, কোন্ শিক্ষা অর্জন করা মানুষের অপরিহার্য দ্বীনী শিক্ষা না আধুনিক শিক্ষা । অনেক মানুষের ধারণা দ্বীনী শিক্ষা নাকি মানুষের প্রবাহিত গতিকে রূদ্ধ করে দেয় এমন-কি আধুনিক বিজ্ঞান মনস্কতার যুগে অনেকে এই দ্বীনী শিক্ষাকে নিস্পপ্রয়োজন বলে মনে করেন এবং এ শিক্ষার ব্যাপারে বিভিন্ন Dicipline দ্বারা এই দ্বীনী শিক্ষা পাঠারত ছাত্রদের অনুৎসাহিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং লেখনির দ্বারাও সুধী সমাজ রঞ্জিত করে তুলছেন। বিধর্মীরা ছাড়াও কিছু মুসলিম শাসকদের লেখনি, কর্ম প্রচেষ্টার দ্বারা এই শিক্ষাকে হ্রাস করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। মোস্তফা কামাল, ইরানের শাহ আব্দুন নাসের, হাফেজ আসাদ, শাহ ফারুক, হাবিব বুরকারী সুকর্মো, প্রমূখরা তাদের লেখনীর দ্বারা এই শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন কালো অধ্যায় ইসলামের ইতিহাসে সংযোজন করেছেন।

অপরদিকে আধুনিক শিক্ষার ব্যাপারে মানুষের তৎপরতার ফলশ্রুতি ঘটছে। যে সকল দেশ আধুনিক শিক্ষায় যত উন্নত সে দেশে জাহিলিয়াত এর সংখ্যাও তত বেশী। বিভিন্ন শরীয়ত বিরোধী, ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপও এই সকল দেশে ব্যাপক প্রাদূর্ভাব ঘটছে। তবে যাই হোক মানুষকে একমাত্র সুনিদিষ্ট সরল পথ সন্ধান একমাত্র এই দ্বীনী শিক্ষাই দিতে পারে দ্বীন, দুনিয়া, আখেরাত সকল স্থানেই একমাত্র এই দ্বীনী শিক্ষা কাজে আসবে।

হযরত সাইয়োদনা আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 'ক্বিয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা বেশী অনুশোচনা ওই ব্যক্তির হবে, যে দুনিয়ায় দ্বীনী শিক্ষা অর্জন করার সুযোগ পেয়েছে কিন্তু সে তা অর্জন করেনি"। (ইবনে আসাকির)

এই দ্বীনী শিক্ষা কেউ অন্যকোন মানুষের সম্মুখে পৌঁছে দেয় এর অমীয় বার্তা অজ্ঞ ব্যক্তির নিকট প্রষ্ফুটিত হবে। সাইয়েদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, "যে ব্যক্তি আমার উম্মত পর্যন্ত ইসলামী বার্তা পৌছায়, যেন তা দ্বারা সুন্নাত কায়েম করা যায়, কিংবা তা দ্বারা বদ মযহাবী (অধার্মিকতা), দূর করা যায়, তবে সে জান্নাতী" (কানযুল ওম্মাল)

মদিনার তাজদার (সাল্লাল্লাহু তা' আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম) এর খুসবুদার বানী, "আমার স্থলাভিষিক্তদের উপর আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) র রহমত বর্ষিত হোক"। আরয করা হলো" "হে আল্লাহর রসূল ! (সাল্লাল্লাহু তা' আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম) আপনার স্থলভিষিক্ত কারা ?" এরশাদ ফরমালেন "যারা আমার সুন্নাতকে ভালবাসে এবং সেটা বান্দাদের শিক্ষা দেয়" (তফসীর-ই-কবীর)

উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা এশিক্ষা যে মানুষের মনোবাঞ্ছাকে পূর্ণ করে এবং মানুষের সঠিক পথ নিদের্শক তা প্রষ্ফুটিত হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

"বিজ্ঞান -ইসলাম ও হোমিও প্যাথি"

ডাঃ আব্দুস সালাম রেজবী, ইসলামপুর

বিজ্ঞান ও ইসলামের দৃষ্টিতে 'হোমিও প্যাথি'। হোমিও প্যাথি বা (Similia Similibnr curentur)হোমিও প্যাথি রোগের চিকিৎসা করে না, রোগীর চিকিৎসা করে। এই চিকিৎসা এমন এক সত্য যার কোনখানে জটিলতা নাই। কিন্তু সাধারণ লোক তার সম্বন্ধে যে ধারনাই করুক না কেন, দুঃখ কেবল সেইখানে যেখানে শিক্ষিত ব্যক্তি বিশেষতঃ বিজ্ঞান্ বিদ্ বলেন ইহা বিজ্ঞান সম্মত নহে। কিন্তু বিজ্ঞান বলতে নিশ্চই বিকৃত জ্ঞান বুঝায় না- আনবিক শক্তির ধ্বংস লীলা নিশ্চয়ই বিজ্ঞানের চরম সার্থকতা নয়। বরং জড় জগতের দ্বারোদ্ঘাটন করে চেতনের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করাই বিজ্ঞানের প্রকৃত ধর্ম । সেই সঙ্গে এ কথাটিও মনে রাখা উচিৎ যে, সীমবদ্ধ শক্তির সাহায্যে অসীমকে আয়ত্ব করা সহজ না। ফলে দেখা যায় বড় বড় বৈজ্ঞানিক পরিনত বয়সে দার্শনিক হয়ে গেছেন। বিজ্ঞানের কাছে আজ ধরা পড়ে গেছে শক্তি এবং পদার্থ অভিন্ন এবং এক অন্যের ভাবান্ত র মাত্র। কিন্তু নকল বৈজ্ঞানিক গণের জড় বিজ্ঞান হোমিও প্যাথির যূক্ষ্ম তত্বে পৌঁছাতে পারছেন না-বিশেষতঃ তার যুক্ষ্ম মাত্রা যত অনর্থের সৃষ্টি করছে। এই যুক্ষ্ম মাত্রারই অপর নাম "জলপড়া" কারণ জড় বিজ্ঞানের মাপ কাঠিতে তা ধরা পড়ে না। ইহা জড় বিজ্ঞানের অক্ষমতা না যুক্ষ্ম মাত্রার অপরাধ ? জগতে এমন অনেক কিছু আছে যার উপর আলোক ফেলে বিজ্ঞান কিছুই প্রত্যক্ষ করতে পারেনা তবে কি স্বীকার করতে হবে তাদের অস্তিত্ব নাই ? আল্লাহ ক্ষুদ্র একটি শুক্র কীটের দ্বারা কেমন করে প্রাণের সৃষ্টি করে, একটি বিরাট বৈজ্ঞানিক এর অভ্যুদয় হল ইহা কি প্রত্যক্ষ করা সম্ভাপর ?

হোমিও প্যাথি সম্বন্ধে আলোচনা এক বিরাট অধ্যায়। সংক্ষেপে বলতে গেলে মহাত্মা হ্যানিম্যান হোমিও প্যাথির জনক। তিনি আল্লাহ বিশ্বাস করতেন, আত্ম বিশ্বাস করতেন, জীবনী শক্তি (Vital Force) বা জৈব প্রকৃতি বিশ্বাস করতেন। এই জীবনী শক্তি বা জৈব প্রকৃতির সুস্থ্যাবস্থা থেকে অসুস্থাবস্থায়. হল রোগ বা ব্যধি। এই জীবনী শক্তি যতক্ষণ স্বচ্ছন্দে থাকে ততক্ষণ কোন উৎপাত বা উপদ্রব তাকে স্পর্শ করতে পারেনা, বা স্পর্শ করলেও সে তার প্রতিকার করতে সামর্থ হয়। আমরা যখন অসুস্থ হয়ে পড়ি তখন আমাদের দেহ নহে জৈব প্রকৃতিই আক্রান্ত হয়। এই জৈব প্রকৃতিই হল আত্মা। যাকে প্রত্যক্ষভাবে অস্তিত্ব করা বিজ্ঞানের দ্বারা সম্ভব নহে। ইসলামের আলোকেই সেই আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব। কারণ, আত্মা এক শক্তি। হোমিও প্যাথি ও এক প্রকার শক্তি। এই শক্তি কাকে বলে এবাং তা কি প্রকার শক্তি সম্পন্ন, সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা না করলে বিষয়টির সুস্পষ্ট ধারণা হবে না। সাধারণ লোকে ও অনেক নামকরা চিকিৎসকও শক্তিকে ডাইলিউসন (dilution) এবং অল্প সংখ্যক ব্যক্তি শক্তিকে পোটেন্সি বলে (petency) কিন্তু উভয়ের অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই বার স্থূল শক্তি ও সুক্ষ্ম শক্তি কাকে বলে এবং তার ক্রিয়া কিরূপ বলি । কোন মূল ঔষধের পরমানু সমূহ পরস্পর সংশ্লিষ্ট সএকত্রিত ভাবে থেকে যে ক্রিয়া প্রকাশ করে, তাকে সেই ঔষধের স্থূল বা জড়শক্তি (mechenical force) বলে। আর কোন মূল ঔষধের পরমানু সমূহ সূক্ষ্মভাবে বিভক্ত হয়ে এক-প্রকার শক্তি উৎপন্ন করলে তাকে সেই ঔষধের সুক্ষ্ম শক্তি বলে (dynamical force)। স্থূল শক্তি অপেক্ষা সুক্ষ্মশক্তির ক্রিয়া বহুগুণে অধিক এবং বিভিন্ন মুখী কেন ? কোন পদার্থ দ্রবীভূত হবার সময় তার পরমানু সমূহ মলিকিউলস হতে বিচ্ছিন্ন হবার সময় উহা বৈদ্যুতিক তেজে পূর্ণ হয়-সাধারণ পরমানুর ন্যায় থাকে না। এই তেজ পূর্ণ অবস্থাকে (ions) আয়ন্স্ বলে এবং ইহাই শক্তি স্তরে উপণীত নয়। কিন্তু স্থূল ঔষধের আয়ন্স্ হয় না, শক্তি ও হয় না। এটা একটু অন্যভাবে বিশ্লেষণ না করলে সুস্পষ্টভাবে বোধগম্য হবেনা।

কোন কঠিন দ্রব্যকে ক্রমাগত ঘর্ষণ ও পেষণ করতে করতে উহা ক্রমশ বিভক্ত হতে হতে এমন এক অবস্থায় উপনীত হয় যে, যখন আর ঘর্ষণ করলেও বিভক্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

হয় না। বলপূর্বক ঘর্ষণ করলে একটি অনুর সঙ্গে আর একটি অনুর আঘাতে এক নূতন শক্তি আভিভূত হয়ে পূর্বে বিশ্লিষট অনুগুলি পুনরায় একত্রিত হয়ে পূর্বের ন্যায় জড়াবস্থা প্রাপ্ত হয়। তরল দ্রব্য অপেক্ষা কঠিন দ্রব্যের এই একত্রিত করণের শক্তি অধিক। এই প্রকার অবস্থা করণ করার জন্য, বহু পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার পর হ্যানিম্যান ভৈষম্যগুণ বিহীন দুগ্ধ শর্করার সাথে চূর্ণ করাবার এক নূতন নিয়মের প্রবর্তন করলেন। তারফলে ঔষধের পরমানু সমূহ উৎকৃষ্টরুপে বিশ্লিষ্ট হয়ে বৈদ্যুতিক তেজে পূর্ণ হয়ে অসীম শক্তি সম্পন্ন হল। এই অসীম শক্তি সম্পন্ন ঔষধই জীবনী শক্তির উপর ক্রিয়া করে তার অসুস্থতাকে দূর করে। যার অস্তিত্ব বিজ্ঞানে আজও অধরা। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে ঐ শক্তিকে সম্যকরুপে উপলব্ধি করা সম্ভব।

কোরআনের গাইবী মোজেযা

মুফতী আশরাফ রেজা নাঈমী
রাজমহল

ক্বোরআনের বৈশিষ্ট আহামিয়াত ও ঐতিহ্য স্বয়ং ক্বোরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। " সুরা বাক্কারা আয়াত নং (২) অর্থ সেই উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন কিতাব (কোরআন) কোন সন্দেহের ক্ষেত্র নয়। (কানযুল ইমান) উক্ত আয়াত শরীফ ক্বোরআনের সমস্ত আয়াত ও কালেমাতের গ্যারেন্টার। একারনেই প্রত্যেক সুরা ও আয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য। কেন না যে ক্বোরআনের মধ্যে যতগুলো জানো বিজ্ঞান, আহকাম ও অকারন রয়েছে সবই বাস্তবায়ন। আজ পর্যন্ত কেউই কোন যুগে ক্বোরআনকে কাল্পনিক বলিয়া প্রমাণ করতে পারেনি, এবং কাল কিয়ামতের সকাল পর্যন্ত পারবে না। কারণ সন্দেহ তাতে হয় যার পক্ষে কোন দলিল নেই। কোরআন পাক এমনই সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমানাদি সম্বলিত কিতাব যেগুলো প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তিকে এটা আল্লাহুর কিতাব বলিয়া মানিতে বাধ্য করে। কাজেই এ গ্রন্থ কোন প্রকারের সন্দেহ যোগ্য নয়। অন্ধব্যক্তির অস্বীকারের ফলে যেমন সুর্যের অস্তিত্যে কোন প্রকার সনেদহ সৃষ্টি হতে পারেনা তেমনই অন্ধকারচ্ছন্ন অন্তরের শংসয় ও অস্বীকারের কারনে এ মহান ক্বোরআন সামান্যতম সন্দেহ যুক্ত ও হতে পারেনা। হুযুর সম্পূর্ণ সাল্লাল্লাহ তা আলা আলাইহে ওয়া সাল্লামেরই যুগে ক্বোরআন পাককে ঐশিবানী নয় বলে আরবের কাফেরেরা অপপ্রচার করেছিলো। তাই ক্বোরআনপাকে আল্লাহ রাব্বুল ইয়াত প্রতিউত্তরে এরশাদ করলেন অর্থ এবং যদি তোমাদের কোন সন্দেহ হয় তাতে যা আমি স্বীয় বান্দার উপর নাজেল করেছি তবে এর অনুরুপ একটা সুরা তো নিয়ে এসো এবং আল্লাহ ব্যতিত নিজেদের সকল সহায়তাকারীকে আহ্বান করো (সাহায্যের জন্যে) যদি তোমরা সত্যবাদী হও। অতঃপর যদি আনয়ন করতে না পারো আর আমি চ্যালেঞ্জ করছি যে, কখনো আনতে পারবে না। (ক্বানযুল ঈমান) অর্থাৎ এমন সুরা রচনা করো আনো যা ফাসা হাত ও বালাগাত (ভাষার অলঙ্ককার) চমৎকার রচনা শৈলী ও সুন্দর বিন্যাস এবং অদৃশ্যের সংবাদ প্রদানের মধ্যে ক্বোরআনের সমপর্য্যায় হয়। ক্বোরআনের বানীর উপর একটু গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখুন। বলা হয়েছে আমি চ্যালেঞ্জ করছি যে কখনো আনতে পারবেনা। তাই হয়েছিল, আনতে তো পারেনি তারা স্বীকার করতে বাধ্য হয়ে এক বাক্যে উচ্চারণ করেছিল এটা কোন মানব জাতীর বাক্য নয়। ক্বোরআন যা বলেছে সবই বাস্তবে সত্য ও অকাট্য হয়েছে হচ্ছে এবং হবে ক্বোরআন পাকে এ মতো ব্যাপক আয়াতে ভবিষ্যৎ বানী ও অদৃশ্য সংবাদ পাওয়া যায় এবং সেগুলো যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে অবিকল তদ্রুপ ঘটছে। আর কিয়ামত অবধি ঘটবে উদাহরণ সরূপ কিছুটা নজির পেশ করা যাচ্ছে। পবিত্র ক্বোরআনে আল্লা তাআলা ইরশাদ করেণ– নিশ্চয় তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে যদি আল্লা চান নিরাপদে (কানযুল ঈমান) পবিত্র আয়াত তখন অবতীর্ণ হয় যখন নাবীদিগের সরদার মাক্কা ও মাদিনার তাজদার সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম চৌদ্দ শত ইসলামী যোদ্ধাদের কে সঙ্গে করে উমরাহ হজ করার উদ্যেশ্যে রাওয়ানা হয়েছিলেন কিন্তু মক্কার কাফেরেরা হুদায়বিয়া নামাক স্থানে ইসলামী যোদ্ধাদের রাস্তা আটক করে দেয় আর মুসলমানদেরকে কোন মতে মক্কায় প্রবেশ করতে দিলনা। মুসলমানদেরকে এহরাম

pdf By Syed Mostafa Sakib

খুলে নিতে হল ক্বোরবাণীর জন্তু ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হল আর সর্বাপেক্ষা বেশী দুঃখের বিষয় এই যে মাক্কা শরীফের পরিদর্শন করার ইচ্ছা অন্তরে থেকে গেল। যখন মুসলমানগণ সন্ধি সম্পন্ন করার পর মাক্কা মুকাররামায় প্রবেশ করতে পেলেন না, তখন মুনাফিকগণ বিদ্রূপ করলো ও সমালোচনা করলো আর নানা রকমভাবে লাঞ্ছনা করেছিল। উত্তরে আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন। পরবর্ত্তী বৎসরেই হুযুর সাল্লাল্লাহো আলায়হে ও সাল্লাম জাকজমক সহকারে দশহাজর সহচরদেরকে বিজয়ী বেশে মক্কা মুকাবরমার প্রবেশ করলেন যেমনভাবে আল্লাহ তায়ালার বাণী অবত্তীর্ণ হয়েছিল যে তোমরা মসজিদে হারামে (মাক্কা শরীফ) প্রবেশ করবে নিরাপদে। এ আয়াত শরীফ নাযিল হওয়ার পূর্বে চৌদ্দশত ইসলামী যোদ্ধারা সাজও সামানে লাইস হওয়া পূর্বে সত্যেও সন্ধি সম্পন্ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন কিন্তু এ আয়াত নাযিল হওয়ার এক বৎসর পরেই এমনভাবে মক্কা শরীফে দশহাজার মুসলমানগণ প্রবেশ করলেন যাহা কেহ কল্পনা কেউ করতে পারেনি। সেই দশ হাজার মুসলমানদের মধ্যে বৃদ্ধ ও যুবক অপেক্ষা-বৃদ্ধা দুর্বল অচল ব্যক্তিদের সংখ্যা বেশী ছিল তা সত্যেও শান্তি পূর্ণভাবে এহরাম পরে মক্কার তাওয়াফ করলেন। কোন প্রকার ঝামেলার সম্মুখীন হলেন না। কারণ ছিল একমাত্র আল্লাহ তা আলা যে ঘোষণা করে ছিলেন। তোমরা নিরাপদে মক্কায় প্রবেশ করবে। যদি আল্লাহ চান। এগুলোই হচ্ছে ক্বোরআনের গাইবী মোজেযা।

ডক্টর ওসমান গণীর গোমরাহী

"ইসলাম ধর্মে কোন দল বা গোত্রের বালাই নাই। উহা একটি সমষ্টিগত সমাজ-ব্যবস্থা। স্বয়ং মহানবী (দ) হতে তাঁর খলীফা চতুষ্টয় পর্যন্ত, এমন কি উমাইয়া খিলাফত পর্যন্ত (৭৫০ খৃঃ) এর কোন নাম গন্ধই ছিল না। ছিল না দলবাজী বা গোষ্ঠী। এই কলঙ্কিত আগাছাটি জন্ম দিল আব্বাসীয় খিলাফতকালে (৭৫০-১২৫৮ খ্রীঃ)। ওই আগাছাগুলোর নাম হানাফী, শাফিয়ী, মালিকী, হাম্বালী ইত্যাদি। এগুলো এক একজন স্বনামধন্য তাপস ও পণ্ডিতকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তবে এই দল বা গোষ্ঠী গঠনে ওই সমস্ত মহান পণ্ডিতগণের এতটুকুও দায় ও দায়িত্ব নেই। এটা পরবর্ত্তীকালে ক্ষুদে পণ্ডিতগণ এক একজনের চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলেছে, যার নাম 'মাযহাব' বা পথ"। (ইসলাম জগৎ ও নারী সমাজ, অধ্যায় ৩-পৃষ্ঠা ২০৬, লেখক ডক্টর ওসমানগণী, অধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়")

"ইসলামে এক সাথে তিন তালাক বলে কোন তালাক নাই। হজরত উমর কোন এক বিশেষ কারণে সাময়িকভাবে এটার প্রচলন করেছিলেন মাত্র। ওটা ক্বোরয়ান বা হাদীসের কথা নয়। যা ক্বোর-আন বা দীসে নাই, তা ইসলাম নয়। ইসলামের কথাও নয়। (ইসলাম ও নারী সমাজ ২১৭ পৃষ্ঠা)

প্রথম কথা হইল, কোন ডক্টর ফক্টর মানুষ সঠিক অর্থে কুরয়ান, হাদীস বুঝিতে সক্ষম নয়। এই শ্রেণীর মানুষের কাছ থেকে কুরয়ান, হাদীস বুঝিতে যাওয়া গোমরাহী। কারণ, এই লোকগুলি কেবল নিজেরা গোমরাহ নয়, বরং গোমরাহকারী। ইহারা নিজের জাতিকে কলংকিত করিয়া বে-জাতির কাছ থেকে সুনাম কুড়াইয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। ডক্টর ওসমানগণী-ও সালমান রুশ্দী প্রায় একই পর্য্যায়ের গোমরাহ।

আরবী ভাষায় পাণ্ডিত্ব থাকিলেই যে কুরয়ান, হাদীসের বড় পণ্ডিত হইবে এমন কথা নয়। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে গিরিশচন্দ্র সেনকে পাক কুরয়ানের বড় পণ্ডিত বলিতে হইবে। কারণ, ওসমানগণীর বহু পূর্বে পবিত্র কুরয়ানের বাংলায় অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন গিরিশচন্দ্র সেন। মুসলিম সমাজ কিন্তু সেন সাহেবকে কখনই কুরয়ানের সুপণ্ডিত বলিয়া স্বীকার করেন না। কারণ, সেন সাহেবের পক্ষে কুরয়ানের সঠিক মর্মোদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। যদি হইত, তাহা হইলে তিনি কুরয়ানের অনুবাদ করিবার জন্য কলম ধরিবার পূর্বে কালেমা তাইয়েবা পাঠ করতঃ ইসলাম গ্রহণ করিতেন।

ডক্টর ওসমান গণী না কোন মৌলবী মাওলানা মানুষ, না কোন মৌলবী মাওলানার নিকট থেকে কুরয়ান, হাদীস শিক্ষালাভ করিয়াছেন। ইসলাম থেকে দুরে থাকিয়া ইহুদী ও ঈসায়ীরা যেমন কুরয়ান, হাদীসের অপব্যাখ্যা করিয়া থাকে, তেমন ওসমানগণীর অবস্থা। তিনি শরীয়তের আলেম না হইয়া শরীয়ত সম্পর্কে নির্দিষ্ট মতামত দিয়া অনধিকার চর্চা করিয়াছেন। তাহার যতটুকু মুখ নয় তাহা অপেক্ষা বহুগুণে বড় কথা বলিয়াছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কুরয়ান, হাদীস এক অতল সমুদ্র। এই সমুদ্র থেকে মসলা-মুক্তা বাহির করা কোন সময় সাধারণ মানুষের কাজ নয়। এমনকি সাধারণ আলেমের পক্ষেও সম্ভব নয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র সঙ্গলাভে সাহাবায় কিরাম শরীয়তকে বুঝিয়াছিলেন। যখন যাহা প্রয়োজন হইত, তখন তাহা সরাসরি হুজুর পাকের নিকট থেকে জানিয়া লইতেন। হুজুরের পরে বড় বড় সাহাবাদের কাছ থেকে সাধারণ সাহাবায় কিরাম সমস্যা সমাধান করিয়া লইতেন। অতঃপর সাহাবাদের নিকট থেকে তাবেঈনগণ সমস্যা সমাধান করিয়াছেন। তাবেঈনদের শেষ যুগ থেকে ইমামদের যুগ আরম্ভ হইয়াছে। ইমামগণ কুরয়ান, হাদীসকে সঠিক অর্থে বাস্তবায়িত করিবার মহান উদ্দেশ্যে কুরয়ান, হাদীসের আলোকে কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন রচনা করিয়াছেন। এই নিয়ম কানুনগুলি মানিয়া চলা, অপরিহার্য কর্তব্য। অন্যথায় কুরয়ান, হাদীস শিশুদের খেলুনা হইয়া যাইবে। কেবল তাই নয়, ইমামগণ নিজ নিজ নিয়ম কানুনের মাধ্যমে মানব জীবনের হাজার হাজার সমস্যা সমাধান করিয়া গিয়াছেন। যেমন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের যুগে আরবী ব্যাকরণ বলিয়া কিছু ছিল না। কিন্তু যখন ইসলাম আরব ও অনারবে ছড়াইয়া পড়িল এবং মানুষের মধ্যে কুরয়ানের আয়াত সমূহ কে ভুল পড়া আরম্ভ হইয়া গেল, তখন যথা সময়ে আরবী ব্যাকরণ তৈরী হইয়া গেল। আরবী ব্যাকরণের সুত্রপাত করিয়াছেন শেরে খোদা আলী রাদী আল্লাহু আনহু। পরে আবুল আসওয়াদ ওয়াইলীর দ্বারায় আরবী ব্যকরণের প্রায় পুরাপুরি নিয়ম তৈরী হইয়া যায়। কুরয়ান, হাদীস সঠিকভাবে পড়িবার ও জানিবার জন্য আরবী ব্যাকরণ শিক্ষা করা ওয়াজিব। আরবী ব্যাকরণ হুজুর পাকের যুগে ছিল না, অতএব, ইহা আগাছা, পরবর্তী কালে ক্ষুদে মৌলবীদের দ্বারায় এই আগাছা আমদানী হইয়াছে বলা বোকামী হইবে। অনুরূপ ইসলামের চারজন স্বয়ং সম্পন্ন ইমাম-যথা, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ ইবনো হাম্বাল রাহেমা হুমুল্লাহ যে সমস্ত নিয়ম কানুন রচনা করিয়াছিলেন সেগুলিকে সামনে রাখিয়া শরীয়তের আহকামগুলির প্রতি আমল করা সেই যুগের ও পরবর্তী যুগের জগৎ বিখ্যাত উলামায় ইসলামগণ জরুরী মনে করিয়াছিলেন। কেবল তাই নয়, তাহারা চার ইমামগণের মধ্যে নির্দিষ্ট যে কোন একজনের মতানুযায়ী চলা ওয়াজিব বলিয়াছেন এবং তাহারা নিজেরা নির্দিষ্ট ইমামকে মানিয়া চলিয়াছেন। এই প্রকারে পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম দেশে মাযহাবগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। বর্তমানে এই চারটি মাযহাব হইল কুরয়ান, হাদীসের প্রতি আমল করিবার সঠিক পথ। এই সঠিক পথের বাহিরে চলিয়া কুরয়ান, হাদীসের প্রতি আমল করিতে যাওয়া গোমরাহী। উলামায় ইসলাম ঘোষনা করিয়াছেন-যাহারা চার মাযহাবের বাহিরে চলিবে তাহারা বিদয়াতী ও জাহান্নামী। (তাহতাবী)

ইমাম বোখারী থেকে আরম্ভ করিয়া সমস্ত মুহাদ্দিসগণ, ইমাম ফকরুদ্দীন রাজী থেকে আরম্ভ করিয়া সমস্ত মুফাসসিরগণ, সরকারে বাগদাদ শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী থেকে আরম্ভ করিয়া সমস্ত আউলিয়ায় কিরাম (রাহেমা হুমুল্লাহ) কোন না কোন একজন ইমামের মুকাল্লিদ। কি আশ্চর্য ! বড় বড় মুহাদ্দিস, মুফাসসির-শায়েখ মাশায়েখগণ যাহাদের তুল্য আলেম বর্তমান দুনিয়াতে একজন নাই, তাহারা প্রত্যেকেই কোন না কোন একজন ইমামের মাযহাব অনুযায়ী চলিয়াছেন। কিন্তু গোমরাহ ওসমানগণী মাযহাবগুলিকে আগাছা আখ্যা দিয়া এবং যুগের জগত বিখ্যাত উলামগণকে ক্ষুদে পণ্ডিত বলিয়া নিজে ছাড়া ছাগলের ন্যায় চলিতে চাহিয়াছেন। এই মাত্র প্রচলিত ভুল, নামক একখানা পুস্তক পাইলাম। যাহাতে লেখক পরোক্ষভাবে গোমরাহ ওসমানগণীকে মুশরিক, মুনাফিক এবং ফাসিক ও বে-দ্বীন বলিবার পর পরাপর দুইটি আয়াত ও সেগুলির অনুবাদের পর লিখিয়াছেন-"কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ইসলামী ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান, কুরয়ানের অনুবাদক, মহানবী সহ অনেক বইয়ের লেখক, সম্পাদক আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ সুকুমার সেন প্রমূখ ব্যক্তিদের স্নেহাস্পদ পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত বুদ্ধিজীবি মানসুর হাল্লাজের সমর্থক হিন্দু অদ্বৈতবাদে গভীর বিশ্বাসী ডঃ ওসমান গণী, পি.এইচ. ডি. এবং ডি. লিট. ডিগ্রীধারী তিনি তার কাব্যকানন গ্রন্থে লেখেছেন:

কাবা ও কাশি

যে নামেতেই ডাক মোরে সবই মোর নাম
যেখানেতেই খোঁজ মোরে সবই মোন ধাম।
বাগদাদ বৃন্দাবনে কেন রেষারেষি
এক-ই স্থানের ভিন্ন নাম কাবা ও কাশি।
মথুরা আর মদীনায় কেন হানাহানি
আমার সকল স্থান এক-ই আমি জানি।
যেখানেই দেখ মোরে সবই মোর ধাম
মক্কায় রহীম আমি মথুরাতে রাম।
ভেদাভেদ নাহি কর কৃষ্ণ ও করীম
দুই নই-এক-ই জন রাম রহীম।
কোথাও আল্লাহ আমি, কোথাও ভগবান
কোথাও ঈশ্বর আমি, কোথাও রহমান।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এক-ই জনের ভিন্ন নাম সবই মোর নাম
এক-ই স্থানের ভিন্ন নাম সবই মোন ধাম।
(কাব্য কানন, সংগৃহীত প্রচলিত ভুল ২৭ পৃষ্ঠা)

লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ ! আর ওসমান গণীর সম্পর্কে কি লিখিব ! সাধারণ থেকে সাধারণ মানুষ বিনা ব্যাখ্যায় বুঝিতে সক্ষম যে, গোমরাহ ওসমান গণীর-'কাবা ও কাশি' কবিতার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শির্ক ও কুফরে পরিপূর্ণ। ইসলামের সুদৃঢ় ভীতকে তাহার এই এক কবিতায় কাইত্ করিয়া ফেলিয়াছে। ইনসাফের পাল্লায় উঠাইলে সালমনা রুশ্দীর থেকে ওসমান গণীর অপরাধ কম হইবে না। সালমান রুশদী মুসলিম সমাজের কাছে কাফের বলিয়া কলংকিত, কিন্তু ওসমানগণী পীর সাহেবের কাছে পর্যন্ত প্রসংশিত। ইহার থেকে দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পানে ? সালমান রুশদীর বই ছাপিবার জন্য কত ছাপাখানা ভাঙ্গচুর হইয়াছে এবং তাহার বই বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। কিন্তু ওসমান গণীর বই সাদরে ছাপাইয়া বিক্রয় চলিতেছে। ইহার থেকে লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে !

ওসমানগণীর 'ইসলাম জগৎ' ও নারীসমাজ' পুস্তকের প্রসংশায় মুখবন্ধ লিখিয়াছেন-সৈয়দ শাহ জেলাল মুরশেদ আল-কাদেরী, দরবার শরীফ-২২, মফিদুল ইসলাম লেন, কলকাতা-৭০০১৪। তবে ওসমানগণী সাহেব জেলাল মুরশেদ সাহেবের প্রসংশাপত্র উদ্ধৃত করিবার পূর্বে প্রায় পৃষ্ঠাখানেক কাগজে মুরশেদ সাহেবকে ইচ্ছামত ফুলাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু আমার কাগজের অভাব থাকায় তাহা পাঠককে ইহার বেশী দেখান সম্ভব হইতেছে না-"সারা ভারতের জীবন্ত সফী সম্রাট মেদিনীপুর খানকাহ শরীফ ও কলকাতা দরবার শরীফের সাজ্জাদানশীন পীর সাহেব হজরত সৈয়দ শাহ জেলাল মুর্শেদ্ আল্ ক্বাদেরী।"

যে ওসমান গণী ইসলামের চারটি মাযহাবকে আগাছা বলিয়াদিয়াছেন, জগতের সমস্ত মহা মনিষীদিগকে ক্ষুদে পণ্ডিত বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন, চার মাযহাবের সর্বস্বীকৃত তিন তালাকের মসলাকে অনৈসলামিক বলিয়া ঘোষনা করিয়াছেন ; সেই ওসমানগনীর এই কুখ্যাত পুস্তকের প্রসংশায় কোন প্রকৃত পীর সাহেব কি মুখবন্ধ লিখিতে পারেন ?

আসলে জনাব জেলাল মুরশেদ সাহেব পীর নহেন, বরং প্রসংশা কুড়াইবার ফকীর। যে ঘরের মধ্যে পাখির বাঁসা থাকে সেই ঘর ভাঙ্গিয়া দিলে পাখির বাঁসা বহাল থাকিতে পারে না এই বোধটুকু যাহার মধ্যে নাই তিনি পীর কিসের? ওসমান গণীর ভাষায় চারমাযহাবই আগাছা । প্রকাশ থাকে যে, সরকারে বাগদাদ শাহান শাহে তরীকাত হজরত শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী রহমা তুল্লাহি আলাইহি হাম্বালী মাযহাব অবলম্বী ছিলেন। তিনি তো আগাছার মধ্যে পড়িয়া গেলেন। জেলাল মুরশেদ কোন্ আগাছার আগাছা হইয়া সাজ্জাদানশীন বলিয়া প্রচার করিতেছেন ? সত্যিই যদি তিনি কামেল পুরুষ হইতেন, তাহা হইলে তিনি ওসমানগণীর মত শয়তানের শাবাশ দিতেন না।

আল্লাহ তায়ালা ব্যবসাকে হালাল করিয়াছেন, তাই বলিয়া মদের ব্যবসা হালাল নয়। অধিকাংশ বই বিক্রেতাদের মধ্যে এই বোধটুকু নাই। কলিকাতার যে সমস্ত পাবলিশাররা ওসমানগণীর মত বেদ্বীনদের বই ব্যাপকভাবে ছাপাইয়া বিক্রয় করিতেছেন, নিশ্চয় তাহারা নিজেদের মাযহাবকে কতল করিতেছেন। এবিষয়ে তাহারা যেন শান্ত মস্তিস্কে গভীর চিন্তা করেন। শেষে সমস্ত সুন্নী ভাইদের বলিতেছি, তাহারা যেন এই বেদ্বীন ওসমানগণীর কুরয়ান শরীফের অনুবাদ না পড়েন।

কুরয়ান শরীফের অনুবাদ

এ পর্যন্ত কুরয়ান শরীফের বাংলা অনুবাদ বহু বাহির হইয়াছে। আমি প্রায় এক ডজন অনুবাদ সামনে রাখিয়া খুব গভীরভাবে দেখিয়াছি যে, একমাত্র ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহির অনুবাদ ছাড়া কোনটি ত্রুটি মুক্ত নয়। নমুনা সরূপ কয়েকটি আয়াতের উপর সমস্ত অনুবাদকের অনুবাদ একত্রিত করতঃ একটি পুস্তক প্রনয়ন করিয়াছি। ইনশা আল্লাহ, খুব অল্প দিনের মধ্যে পুস্তকটি প্রকাশ হইয়া যাইবে। এখন সুন্নীদের জন্য কয়েকজন অনুবাদকের নাম লিপিবদ্ধ করা হইতেছে। আপনি অবশ্যই এই লেখকদের অনুবাদ হাতে করিবেন না। যথা-(১) ডক্টর ওসমান গণী (২) মিষ্টার মওদুদী (৩) মোবারক করীম জওহর (৪) হাদী উজ্জামান (৫) মোহাম্মাদ তহের (৬) মুফতী শফী (৭) মাহমুদুল হাসান (৮) আশরাফ আলী থানুবী প্রমূখ। এই অনুবাদকদের কেহ বেদ্বীন, কেহ বাউল, কেহ জামায়াতে ইসলামী ও কেহ দেওবন্দী। আপনি ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর অনুবাদ-কানযূল ঈমান ! অবশ্যই রাখিবেন। এই অনুবাদটি উত্তর বঙ্গের যে কোন সুন্নী কুতুব খানায় এবং কলিকাতায় মেছুয়া বাজারে ইসলামীয়া লাইব্রেরীতে পাইবেন।

অল ইণ্ডিয়া কাজী বোর্ড

বর্তমানে মুসলিম সমাজ বহু জটিল সমস্যার সম্মুখিন হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষ করিয়া নিকাহ ও তালাকের বিষয়টি হইয়া গিয়াছে অত্যন্ত জটিল। প্রায়

pdf By Syed Mostafa Sakib

জায়গায় দেখা যাইতেছে যে, বিবাহের পর স্বামী নিরুদ্দেশ হইয়া যাইতেছে অথবা স্বামী স্ত্রীর সহিত কোন প্রকার যোগাযোগ রাখিয়া চলিতেছে না এবং তালাক দিতেও রাজি হইতেছে না। আবার এমনও দেখা যাইতেছে যে, স্ত্রী কোর্ট তালাক করতঃ অন্যের সহিত বিবাহ করিয়া ঘর সংসার করিতেছে। কেহ বা তিন তালাক দেওয়ার পর বিনা হালালায় স্ত্রীকে লইয়া ঘর সংসার করিতেছে। এই সমস্ত সমস্যার শরীয়ত সাপেক্ষ সমাধানের জন্য উলামায় আহলে সুন্নাত দিল্লীতে অল্ ইণ্ডিয়া কাজী বোর্ড' কায়েম করিয়াছেন। দেশের সর্বত্রে ইহার শাখা কায়েম করিবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে। এই বোর্ডের সঙ্গে ভারতের বিশিষ্ট উলামায় কিরাম যুক্ত রহিয়াছেন। যথা– (১) রাজস্থানের মুফতীয়ে আ'জম আল্লামা আশফাক হুসাইন (২) মাওলানা সাইয়েদ মঈনুদ্দীন আশরাফ উত্তর প্রদেশ (৩) সাইয়েদ গোলাম কিবরিয়া–আজমীর শরীফ (৪) আল্লামা চামান ক্বাদেরী–রাজস্থান (৫) দিল্লী ফতেহপুর মসজিদের ইমাম ডক্টর মুফতী মুকার্রম আহমাদ (৬) কানপুর শহরের চীফ কাজী মাওলানা আব্দুস সামী সাহেব (৭) অল্ ইণ্ডিয়া সীরাত কমিটির সভাপতি মাওলানা ফজলে হক (৮) মুফতী হাবীব ইয়ার খান মধ্য প্রদেশ (৯) মাওলানা উসমান গণী–গুজরাট (১০) মুফতী সালীম আখতার মুম্বাই (১১) মুফতী ইখতেসা সুদ্দীন–মুরাদাবাদ (১২) সাইদ আহমাদ নূরী–চেয়ারমান রেজা একিডেমি, মুম্বাই (১৩) মুফতী আব্দুস সাত্তার–জয়পুর (১৪) মুফতী আশরাফ রেজা–ইদারায় শরীয়ার কাজী, মুম্বাই (১৫) মাওলানা হাফীজুর রহমান–কাজী কাউন্–সিলের সভাপতি, রাজস্থান প্রমুখ। (মাহনামায় আলা হজরত ৯৯ পৃষ্ঠা, নভেম্বর সংখ্যা, ২০০৪)

আল্লামা আলাবীর ইন্তেকাল

বর্তমান যুগের জবরদস্ত আলেম, হারাম শরীফের প্রাক্তণ শায়খুল হাদীস, বহু কিতাবের লেখক হজরত আল্লামা সাইয়েদ মোহাম্মাদ ইবনো আলাবী মালিকী ১৪ই রমযান শুক্রবার মক্কা শরীফে ইন্তেকাল করিয়াছেন–ইন্না লিল্লাহি অ ইন্না ইলাইহি রাজেউন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাঁহার মুরীদ মুতাকিদ রহিয়াছে। তিনি ছিলেন হুজুর মুফতীয়ে আজমে হিন্দ আল্লামা মুস্তফা রেজা খান বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহির খলীফা। গত ২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে মক্কা শরীফ হইতে শেষ বারের মত মুর্শিদের মাযার জিয়ারত করিবার জন্য বেরেলী শরীফে আসিয়াছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাহার কবরকে নূরে নূরান্বিত করিয়াদেন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন। (দি ইণ্ডিয়াণ মুসলিম টাইম্‌জ, ৮ই নভেম্বর, ২০০৪)

দশই মুহার্রম কি করিবেন ?

মুহার্রম মাসের প্রথম তারিখ থেকে দশ তারিখ পর্যন্ত, বিশেষ করিয়া দশই মুহার্রম–আশুরার দিন শরবৎ পান করানো, ভাল খাদ্য খাওয়ানো, কোন মিষ্টি অথবা খিচুড়ি রান্না করিয়া কারবালার শহীদগণের জন্য ফাতিহা করা এবং তাহাদের পবিত্র রূহের জন্য সওয়াব রেসানী করা জায়েজ ও সওয়াবের কাজ। ইসালে সওয়াবের মসলায় চার মাযহাবের ইমামগণের একমত। পূর্ব যুগে মুতাজিলা সম্প্রদায় এবং বর্তমান যুগে ওহাবী সম্প্রদায় আহলে সুন্নাতের বিপরীত মত পোষণ করিয়া থাকে। ইহারা ইসালে সওয়াবে বিশ্বাসী নয়। সুন্নী মুসলমানের উচিত, এই গোমরাহ সম্প্রদায়ের গোমরাহী কথায় কর্ণপাত না করা। অন্যথায় নিজেরা গোমরাহ হইয়া যাইবে।

আমাদের দেশে সর্বত্রে আশুরার দিন খিচুড়ি করিবার একটি রেওয়াজ চলিয়া আসিতেছে। ওহাবী সম্প্রদায় শত চেষ্ট করিয়াও খিচুড়ি রান্না বন্ধ করিতে পানে নাই। ইহারা বলিয়া থাকে যে, দিন ধার্য করিয়া খিচুড়ি করা নাজায়েজ কাজ। অবশ্য দশই মুহার্রম খিচুড়ি রান্না করিতেই হইবে এমন কথা নয়। মোট কথা, খিচুড়ি করা যেমন ফরজ অথবা অয়াজিব নয়, তেমন নাজায়েজ ও হারাম নয়। আজ পর্যন্ত কোন ওহাবী কুরয়ান, হাদীস থেকে ইহা নাজায়েজ প্রমাণ করিতে পারে নাই। বরং একটি বর্ণনা অনুযায়ী খিচুড়ি করিবার সূত্র পাওয়া যায় যে, খাস দশই মুহার্রমের দিন খিচুড়ি রান্না করা হজরত নূহ আলাইহিস সালামের সুন্নাত। সুতারাং বর্ণিত হইয়াছে-যখন তুফান থেকে নাজাত পাইয়া হজরত নূহ আলাইহিস সালামের নৌকা জূদী পাহাড়ে থামিয়া ছিল, তখন ছিল আশুরার দিন। তিনি নৌকা থেকে আনাজ বাহির করিলেন। এই আনাজগুলির মধ্যে ছিল সাত প্রকারের জিনিষ। যথা–মটর, গম, যব, মসুর, চানা, চাউল ও পেয়াজ। তিনি এইগুলিকে এক সঙ্গে করিয়া পাকাইয়া ছিলেন। আল্লামা শিহাবুদ্দীন কালুউবী বলিয়াছেন–মিশরে আশুরার দিন 'তাবীখুল হাবুব' (খিচুড়ি) নামে যে খাদ্য পাকানো হইয়া থাকে, উহার আসল দলীল হইল হজরত নূহ আলাইহিস সালামের এই আমল। (জান্নাতী জেওর ১৭৭ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

কুরবানী সম্পর্কে কতিপয় মসলা

নির্দিষ্ট জানোয়ার নির্দিষ্ট দিনে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করিবার উদ্দেশ্যে জবাহ করাকে কুরবানী বলা হইয়া থাকে। কুরবানী হজরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামের সুন্নাত। অবশ্য এই সুন্নাতকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের উম্মাতের জন্য বাকী রাখা হইয়াছে। আল্লাহ তায়ালা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে সুরা কাওসারের মধ্যে কুরবাণী করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। স্বয়ং হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নিজের ও উম্মাতের পক্ষ থেকে কুরবানী করিয়াছেন। (আবু দাউদ, ইবনো মাজা) তাফসীরে রুহুল বা ইয়ানের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে–হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাঁহার বিবিগণের পক্ষ থেকে গরু কুরবানী করিয়াছেন। কুরবানী করা একটি গুরুত্ব পূর্ণ ইবাদত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন–সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যে কুরবানী করিবে না সে যেন আমার ঈদগাহে না আসে। (ইবনো মাজা) অবশ্য যাহাদের মধ্যে কুরবানী করিবার সামর্থ নাই, তাহাদের সম্পর্কে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন যে, তাহারা নিজেদের নোখ চুল কাটিলে কুরবানীর সওয়াব পাইবে। (আবু দাউদ) হজরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের সুন্নাতকে জিন্দা রাখিবার জন্য যে কুরবানী অয়াজিব তাহা কেবল ধনী ব্যক্তির জন্য। (আলমগিরী)

মুসাফির ও গরীব মানুষের জন্য কুরবানী করা অয়াজিব নয়। কিন্তু যদি তাহারা কুরবানী করে, তাহা হইলে নফল হইবে এবং সওয়াব পাইবে। (আলাম গিরী, বাহারে শরীয়ত)

কুরবানীর দিনে কুরবানী করিবার নিয়াতে হাঁস, মুরগী জবাহ করা জায়েজ নয়। (দুর্রে মুখতার) অবশ্য প্রয়োজনে এমনি জবাহ করা জায়েজ।

ধনী মানুষ যদি গরু, মহিষ ও উটের সাত অংশের একাংশ কুরবানী করিয়া দেয়, তাহা হইলে অয়াজিব আদায় হইয়া যাইবে। (বাহারে শরীয়ত) কিন্তু একটি গরু অথবা মহিষ একা কুরবানী করিলে অনেক বেশী সওয়াব হইবে।

কুরবানী যদি মান্নতের হয়, তাহা হইলে সম্পূর্ণ মাংস সাদকা করিয়া দিতে হইবে। যদি কিছু খাইয়া ফেলে, তাহা হইলে যে পরিমান খাইয়াছে সেই পরিমানের মূল্য সাদকা করিয়া দিতে হইবে। (আলামগিরী, বাহারে শরীয়ত)

ছাগলের বয়স এক বৎসরের কমে কুরবানী জায়েজ নয়। মোটা তাজা হইলেও জায়েজ নয়। হুজুর পাক একমাত্র হজরত আবু হুরাইরার জন্য ছয় মাসের ছাগল কুরবানী করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন।

পাঁচ বৎসরের কমে উটের কুরবানী জায়েজ নয়। অতএব, না জানিয়া না শুনিয়া আমাদের দেশে যে সমস্ত ছোট ছোট উট আসিতেছে সেগুলি কুরবানী করা ঠিক হইতেছে না। অনুরূপ হিজড়া জানোয়ারের কুরবানী জায়েজ নয়। (দুর্রে মুখতার)

কুরবানীর জানোয়ার মরিয়া গেলে ধনী ব্যক্তির জন্য অন্য জানোয়ার কুরবানী করা অয়াজিব। ফকীরের জন্য অন্য জানোয়ার অয়াজিব হইবে না। (দুর্রে মুখাতার)

কুরবানীর জানোয়ারগুলিকে একে অন্যের সামনে জবাহ করা, জবাহ করিবার পর একেবারে ঠাণ্ডা না হইবার পূর্বে হাত, পা কাটিয়া দেওয়া অথবা চামড়া ছাড়াইতে আরম্ভ করা আদৌ উচিত নয়। খবরদার ! এই ধরণের কাজগুলি করিবেন না। আজকাল কুরবানী করিবার পূর্বে চামড়া বিক্রয় হইয়া যাইতেছে। ইহা জায়েজ নয়।

কুরবানীর মাংস কোন হারবী কাফেরকে দেওয়া জায়েজ নয়। এখানকার সমস্ত কাফের হারবী। (শামী, দুর্রে মুখতার বাহারে শরীয়ত)

আজকাল সামান্য চামড়া বড় করিবার জন্য যথাস্থানে জবাহ করিতেছে না। ইহাও শোনা যাইতেছে যে, জবাহ করিবার পূর্বে টুটির কাছ থেকে চামড়া নিচে নামাইয়া নেওয়া হইতেছে। ইহাতে জবাহ হইবে না।

কুরবানীর সহিত আকীকাহ করা জায়েজ। নিজের পিতা মাতা, পীর মুর্শিদের পক্ষ থেকে, বিশেষ করিয়া হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পক্ষ থেকে কুরবানী করা জায়েজ, বরং উত্তম কাজ।

কুরবানীর চামড়া বিক্রয় করিয়া টাকা অথবা সরাসরি চামড়া সুন্নী মাদ্রাসায় দান করিয়া দেওয়া জায়েজ, বরং উত্তম কাজ। কারন এই মাদ্রাসাগুলি না থাকিলে দ্বীন শেষ হইয়া যাইবে। ওহাবী সম্প্রদায়ের মাদ্রাসায় দান করা হারাম। আজকাল অনেক ক্লাবে চামড়া ও চামড়ার পয়সা দেওয়া নেওয়া হইতেছে, ইহা না জায়েজ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দাম ঃ ১০ টাকা

PATRIKA

SUNNI JAGORAN

EDITOR : *Mufti Md. Golam Samdani Rezvi*

Islampur College Road :: Islampur :: Murshidabad (W. B.)
India, PIN-742304

"সুন্নী জাগরণ" আপনার লেখা চায়

সম্পাদকের ঠিকানায় ১৫ই মার্চের মধ্যে লেখা পাঠান। দুই পৃষ্ঠায় লিখিবেন না। লেখা খুব পরিষ্কার হওয়া চাই। ভুল থাকিলে সম্পাদক সংশোধন করিতে পারেন।

পত্রিকা পাইবার ঠিকানা

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের জন্য একমাত্র পরিবেশক মাওলানা ইউসুফ আলাম রেজবী ঃ মাদ্রাসা আশরাফুল

উলুম, আরাজী কাশেমপুর	ঃ হেমতাবাদ
মালদার জন্য "সাঈদ বুক ডিপো" কালিয়া চক	ঃ নিউ মার্কেট
নূরী বুক ডিপো	ঃ গাড়ীঘাট রোড
ইম্প্রিয়াল বুক হউস	ঃ ৫৬, কলেজ ষ্ট্রীট কোলকাতা
ইসলামিয়া লাইব্রেরী	ঃ ৩৮, বর্মণ স্ট্রীট কোলকাতা-৭
মাওলানা হাসানুজ্জান	ঃ মাদ্রাসা গওসিয়া–পনকামরা দঃ ২৪ পরগনা
মাওলানা মাসউদ আলাম	ঃ গলসী মাদ্রাসা, বর্ধমান
মাওলানা শাহজামাল রেজবী	ঃ লায়কপাড়া–হাওড়া

সুন্নী জাগরণ

সু-সুপথ, সুনীতি, সুচেষ্টার আশা,
ন-নবী, ওলী গওসের পথের দিশা,
নি–নিজেকে ইসলামের কর্মে করতে রত,
জা–জাগরণ আনতে হবে মোরা রয়েছি যত ॥
গ–গঠন করতে মোদের সুন্দর জীবন,
র–রটতে হবে সদা সুন্নী জাগরণ,
ন–নইলে অজ্ঞতা মোদের করবে হরণ ॥

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুদ্রণে ঃ মজুমদার প্রিন্টার্স (প্রভাষ), জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
ফোন ঃ ০৩৪৮৩-২৫৫৯২ মোবাইল ঃ ৯৪৩৪৩৩৭১৪৭